ভগবৎ-দর্শন

৪১ বর্ষ ▪ ৫ম সংখ্যা ▪ শ্রীধর ৫৩১ ▪ জুলাই ২০১৭

বিষয়-সূচী

প্রবন্ধ

তুমি হত্যা করবে না	৪
ভক্তির দেদীপ্যমান সহস্র বৎসর	৮
কেন নিরামিষভোজী হব?	১২
গুরু পরম্পরা	১৩
শ্রী স্বায়ম্ভুব মনুর বাণী (আচার্য বাণী)	১৮
আরব ভূমিতে হরিনাম সংকীর্তন	২০
জীবের ক্লেশের কারণ ও তার নিবারণ	২৪
শৈশবে কৃষ্ণ-বলরাম	২৭

বিভাগ

প্রশ্ন উত্তর	৩
ভক্তি কবিতা	১১
ছোটদের আসর	২৩
অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	৩০
ইসকন সমাচার	৩১

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

মুহূর্তের উত্তেজনার মধ্যে আত্মহত্যা

কোয়েম্বেটোরে (ভারত) এক ব্যক্তি তার বান্ধবী তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতে প্রত্যাখান করায় আত্মহত্যা করেন এবং একজন মহিলা তার স্বামী তাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে প্রত্যাখান করায় আত্মহত্যা করেন।

যন্ত্রণা, ক্রোধ, প্রতারণা, অবিশ্বাস, নিরাশার আচ্ছন্নতায় উভয় দুর্বল হৃদয়ের মানুষ এবং মুহূর্তের উত্তেজনায় তারা জীবন শেষ করে দেওয়ার মতো ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্ত নেয়। বাস্তবতাকে পিছনে ফেলে পাগলামীর বশে মানুষের এই আত্মধ্বংসের মহা অপরাধ করাতে কোন কুণ্ঠা নেই? আপন শর্তে জীবন যাপন করার আশা, চারপাশের লোক তাদের জীবনশৈলীকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করবে এমন প্রত্যাশা, কখনও সমঝোতা না করার অনমনীয় মনোভাব এবং সর্বদা বিপুল আবেগের বশবর্তী হয়ে থাকা বর্তমান যুগের মানুষের কতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অবশেষে এর ফল কখনোই সুখকর হয়না কারণ এই পৃথিবীতে আমরা যা চাই তা সর্বদা কখনোই পাই না। জীবন শুধুমাত্র খাদ্য গ্রহণ, পাণীয় গ্রহণ এবং সিনেমা দেখা নয়। জীবনের বহু গভীর অর্থ আছে যা অধিকাংশ মানুষই আজ জানে না কারণ এগুলি সম্বন্ধে কোন কলেজে শিক্ষা প্রদান করা হয় না মানুষ আন্তরিকভাবে এগুলিকে জানতে চায়। মানুষ তাৎক্ষণিক আনন্দ উপভোগের উপর অসীম গুরুত্ব দেয় এবং যদি তারা এতে কোন বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদের আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করাতে তাহলে তারা আন্তরিক এবং বাহ্যিকভাবে ক্রোধান্বিত হয়। আমরা আমাদের অধিকাংশ সময়ই বাহ্যিক কারণে খরচ করি যেমন সম্পদ সংগ্রহে, ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিকল্পনায় ইত্যাদিতে এবং আমরা আমাদের নিজেকে জানার জন্য খুবই নগণ্য সময় খরচ করি। কিন্তু এটি ভয়ঙ্কর ভুল কারণ আমাদের আত্মগঠন যদি দুর্বল হয়, তাহলে স্বল্প প্রতিকুলতাতেও আমাদের ক্রন্দন করতে হবে।

তথাপি, আমরা যদি আমাদেরকে বৈদিক শাস্ত্র স্বম্বন্ধিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ করি, আমরা যদি মানব সদৃশ জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের খেয়ালীপনার বশে আত্মহত্যা করার মতো চিন্তা করতেও ভয়ে হাত পা কাঁপবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি জানতে পারে আত্মা অবিনশ্বর তাকে কখনো হত্যা করা যায় না, তাহলে সে কখনোই আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে না। তাই যখন কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তখন সে তাকে হত্যা করে না। করে শুধুমাত্র একজনের জড়দেহের বিনাশ যা কিনা একদিন বিনষ্ট হতোই এবং আত্মহত্যা একটি অপরাধমূলক কর্ম হওয়ার সুবাদে যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাকে পরবর্তী জীবনে তার ফল ভোগ করতে হয়। তাই যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, আত্মহত্যা তাকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবে তা কিন্তু কখনোই হবে না। তাই এই অপরাধে লিপ্ত হয়ে যে কোন জন তার দুঃখকে চিরস্থায়ী করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের এই দুঃখ কষ্টের কালচক্রকে চিরকালের জন্য ভেদন করার চেষ্টা করা উচিৎ। বৈদিক শাস্ত্র যেমন ভগবদগীতা এই দুঃখ কষ্টকে কিভাবে নিবারণ করা যায় তার প্রাঞ্জল বর্ণনা করা আছে। কৃষ্ণ গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ নং শ্লোকে বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর শরণ নেয় তাহলে তিনি তাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। কৃষ্ণ আমাদেরকে এও সুযোগ দিয়েছেন তাঁর ধামে অর্থাৎ বৈকুন্ঠে ফিরে গিয়ে সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে। (ভ. গী. ১৫.৬)। মানব জীবন প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আমাদের কাছে আমাদের পারমার্থিক গৃহে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আছে, যে গৃহ পরম সুখে সমৃদ্ধ। এটি তখনই প্রাপ্ত করা সম্ভব যখন আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আধ্যাত্মিক ভজন সাধনে যুক্ত রাখব।

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা ঃ

(শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নির্দেশানুসারে) **আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ** আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **প্রুফ সংশোধক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রবন্ধক** এম সিং ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** সুশান্ত কুমার রায় ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ●

প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **শ্রী অমল পুরাণ দাস ব্রহ্মচারী** দ্বারা প্রকাশিত ● **অফিস** অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৯-৬২৪৭,২২৮৯-৬৪৪৬, মোবাইলঃ ৮৬২১০০৭৮১৩,

মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক পাঠক ভিক্ষা ভগবৎ দর্শন **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১০০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৪৫০ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৯০০ টাকা ● সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ২২৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ৪০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ১৫০ টাকা, ৫ বছরের জন্য - ৬৭৫ টাকা, ১০ বছরের জন্য - ১৩০০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য (১ মাস অন্তর)- ২৮০ টাকা, ১ বছরের জন্য (প্রতি মাসে) - ৪২০ টাকা ● ভগবৎ দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(কুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য ভগবৎ দর্শন - ২৫০ টাকা, ১ বছরের জন্য সংকীর্তন সমাচার - ২০০ টাকা, ১ বছরের জন্য দুটি - ৩০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গ্রাহক ভিক্ষা - ৪৯০ টাকা ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান।**

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা পাঠক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক পাঠক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৭ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ১। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং-বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে।।
— এই শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করুন। *— বিপ্লব দাস, আসাম*

উত্তর ঃ ব্রহ্মযাপন শাস্ত্র থেকে ঐ শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ১/২/১০১ উদ্ধৃত।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সমূহ ও নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রকে অবহেলা করে হরিভক্তি, তা শুধু সমাজে উৎপাতই সৃষ্টি করে। শাস্ত্রের যে সমস্ত বিধি-নিষেধ নির্দিষ্ট হয়েছে, সেগুলি অবহেলা বা অবজ্ঞা করে যে ব্যক্তি হরিভক্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তাঁর সেই নিষ্ঠাযুক্ত সাধন ভক্তিও মঙ্গলসাধক হয় না।

বাস্তবিকপক্ষে বেদ শাস্ত্রের অবজ্ঞা হলো নাস্তিকতা পর্যায়ভুক্ত। যে ভক্তিতে ভগবানের আজ্ঞাস্বরূপ বেদাদি শাস্ত্রের অবজ্ঞা দেখা যায়, তা ভক্তি হতে পারে না। অবিচারে একান্ত ভক্তি বলে লোক দেখানো ব্যাপারটাই উৎপাতমাত্র।

প্রশ্ন ২। কোনও ব্যক্তি, যে জানে না শুদ্ধপন্থা কোন্‌টি। কিন্তু সে ভগবানের প্রতি ভক্তি করছে। তার গতি কি সব বিফল?

উত্তর ঃ সরল ব্যক্তি, সে ভগবানের প্রতি ভক্তি করছে। সে কপট নয়, সে ভক্ত নিন্দুক নয়। শ্রীভগবান তাঁকে শুভগতি দান করেন। কেউ হয়তো শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করেনি বলে দেখা যাবে। কিন্তু জীবনের অন্তিমকালে সে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করতে করতে, রাধা শ্যামসুন্দরের নাম করতে করতে, নিতাই গৌর সুন্দর বলতে বলতে দেহত্যাগ করল। সে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করবে।

কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন — *"অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।"* অর্থাৎ, মৃত্যু সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে চলে আসেন নিঃসন্দেহে। (গীতা ৮। ৫)

প্রশ্ন ৩। কেউ হয়তো সারাজীবন সুন্দরভাবে ভক্তি অনুশীলন করেছেন। কিন্তু মৃত্যুকালে হরিস্মরণ হলো না, তার শরীরের তুলসীমালা, জপমালা, হরিনাম উচ্চারণ, বৈষ্ণবীয় চিহ্ন যদি না থাকে, তবে তার গতি কি হবে?

উত্তর ঃ সারাজীবন সুন্দরভাবে হরিভক্তি অনুশীলন যিনি করেছেন তাঁর সেই অভ্যাস অম্লান থাকবে। হঠাৎ দুর্ঘটনায় যদি মৃত্যু হয়, তাঁর ভক্তি চিহ্ন উধাও হয়ে গেলেও, পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, "অভ্যাস যোগেন সিধ্যতে"— তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করবেন।

এমন কি যদি যমদূতেরা তাঁর ভক্তি চিহ্ন না দেখতে পেয়ে তাঁকে যমপুরীতে নিয়ে যায়, তবে সেখানে সূর্যপুত্র মহাজন যমরাজকে দর্শন পেয়েই তিনি প্রণতি নিবেদন করবেন এবং বৈষ্ণব প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করবেন, হরেকৃষ্ণ বলে সম্বোধন জানাবেন, কারণ সেসব তাঁর অভ্যাস আছে। তার ফলে স্বয়ং যমরাজ তাঁকে অতি শীঘ্রই নিজ তত্ত্বাবধানে রেখে সসম্মানে সযত্নে ভগবদ্‌ধামে পাঠানোর সুব্যবস্থা করে দেবেন অথবা ভক্তের ইচ্ছা জেনে সেই মতো ব্যবস্থা করবেন।

প্রশ্ন ৪। ভক্তিপন্থায় এসেও অপরাধ করলে পরিণতি কি? *— রসামৃতা রাধা দেবী দাসী, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।*

উত্তর ঃ অজান্তে অপরাধ হলে ক্ষমা বা শোধন করবার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু অহমিকাবশত যখন অন্যকে উদ্বেগ বা কষ্ট দেওয়া হয়, তখন সেই অপরাধের ফলে জড়জগতের ঘূর্ণিপাকে কষ্ট পাওয়ার মেয়াদ বৃদ্ধি হয়। কৃষ্ণ কারও অহমিকা সহ্য করেন না।

প্রশ্ন ৫। কে ভাগবত কথা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন?

উত্তর ঃ শ্রদ্ধাবন্ত, বিনয়ী, মনোযোগী ব্যক্তিত্বই ভাগবতকথা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। সসাগরা পৃথিবীর রাজা পরীক্ষিৎ মহারাজ অভিশপ্ত হয় সাতদিন পরে তক্ষক দংশনে মৃত্যুবরণ করবেন। সেই সাতদিন তাঁর কি কর্তব্য, ভাগবত কথা শ্রবণ করবেন শুকদেব গোস্বামীর কাছে এটাই নির্ধারিত হলো। ভাগবত কথা শ্রবণ করবার আগে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করে বললেন, হে ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবগণ, আপনারা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করুন। আমাকে আপনারা সবাই কৃপাশীর্বাদ করুন যাতে আমি ভাগবতকথা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

তুমি হত্যা করবে না!

নিম্নলিখিত কথোপকথনটি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং কার্ডিনাল জীন ড্যানিয়েলের সঙ্গে প্যারিসের সন্নিকটে একটি খ্রিষ্টান মঠে হয়েছিল।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন, 'তুমি কাউকে হত্যা করবে না।' তাহলে খ্রিষ্টানেরা পশুহত্যা করছে কেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ খ্রিষ্টান ধর্মে অবশ্যই হত্যা নিষিদ্ধ, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, মনুষ্য জীবন এবং পশু-জীবনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের জীবন পবিত্র, কারণ ভগবানের প্রতিকৃতি অনুসারে মানুষকে তৈরী করা হয়েছে। তাই কোন মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু বাইবেলে তো বলা হয়নি, 'মানুষকে খুন করবে না।' সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'তুমি হত্যা করবে না।'

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, কেবল মানুষের জীবনই পবিত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটি আপনাদের কথা, কিন্তু প্রকৃত উপদেশ হচ্ছে, 'তুমি হত্যা করবে না'।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আহার সংগ্রহের জন্য মানুষকে পশু হত্যা করতে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, মানুষ শাক-সব্জী, ফলমূল এবং দুধ খেতে পারে।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ মাংস একদম নয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, মানুষের আহার্য্য হচ্ছে নিরামিষ। বাঘ আপনার ফল খেতে আসে না। তার নির্ধারিত খাদ্য হচ্ছে পশুর মাংস। কিন্তু মানুষের খাদ্য হচ্ছে শাক-সব্জী, ফল-মুল, শস্য এবং দুগ্ধজাত খাদ্য। তাহলে আপনি কি করে বলেন যে, পশু হত্যা পাপ নয়?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, এটি নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর। যদি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার দেওয়ার জন্য পশু হত্যা করা হয়, তাহলে তা ন্যায়সঙ্গত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু আপনি একটি গাভীর কথা বিবেচনা করে দেখুন। আমরা তার দুধ খাই, তাই গাভী হচ্ছে আমাদের মাতা। সেটা আপনি স্বীকার করেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং গাভী যদি আপনার মাতা হয়, তাহলে আপনি কিভাবে তাকে হত্যা করা বরদাস্ত করতে পারেন? আপনি তার দুধ খান, আর তারপর সে যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং আর দুধ দেয় না, তখন তার গলা কাটেন। এটি কি মানবোচিত আচরণ? ভারতবর্ষে যারা মাংসাহারী, তাদের

জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাঁঠা, শুকর, ভেড়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের পশুদের হত্যা করে তাদের মাংস আহার করতে। কিন্তু গোহত্যা হচ্ছে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার সময় আমরা মানুষকে অনুরোধ করি কোন রকমের মাংস আহার না করতে, এবং আমার শিষ্যরা কঠোরভাবে সেই নিয়মটি পালন করে। কিন্তু কোন বিশেষ অবস্থায় অন্যদের যদি মাংস একান্ত খেতেই হয়, তাহলে তারা নিম্নস্তরের পশুমাংস আহার করতে পারে। কিন্তু গোহত্যা করবেন না। সেটি হচ্ছে সবচাইতে বড় পাপ। আর মানুষ যতক্ষণ পাপ কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ সে ভগবানকে জানতে পারে না। মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা এবং তাঁকে ভালবাসা। কিন্তু আপনি যদি পাপ কর্মে লিপ্ত থাকেন, তাহলে আপনি কখনো ভগবানকে জানতে পারবেন না — আর তাঁকে ভালবাসার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমার মনে হয় না যে, এটি তেমন একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। আসল কথা হচ্ছে ভগবানকে ভালবাসা। এক ধর্ম থেকে আর এক ধর্মের ব্যবহারিক উপদেশগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, বাইবেলে ভগবানের ব্যবহারিক উপদেশ হচ্ছে যে, আপনি কাউকে হত্যা করতে পারেন না। তাই গো হত্যা আপনার পক্ষে পাপ।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ ভগবান ভারতীয়দের বলেছেন যে, হত্যা করা ভাল নয়। আর তিনি ইহুদিদের বলেছেন ...

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, না। যিশুখ্রিষ্ট শিক্ষা দিয়েছেন, 'তুমি হত্যা করবে না।' তাহলে আপনি আপনার সুবিধা মতো সেই অর্থকে বিকৃত করছেন কেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ কিন্তু যিশুখ্রিষ্ট ভেড়ার মাংস অনুমোদন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কিন্তু তিনি কখনো কসাইখানা খোলেননি।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ (হেসে) না, কিন্তু তিনি মাংস খেয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ যখন অন্য কোন খাবার থাকে না, তখন জীবন ধারণের জন্য মাংস খাওয়া যেতে পারে। সেটি অন্য কথা, কিন্তু রসনা তৃপ্তির জন্য কসাইখানায় পশুহত্যা করাটা সবচাইতে গর্হিত অপরাধ। প্রকৃতপক্ষে, যতদিন পর্যন্ত না এই সমস্ত হিংসাত্মক কসাইখানাগুলিকে বন্ধ করা হচ্ছে, ততদিন আপনারা যথার্থ মানব সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন না। আর যদি জীবন ধারণের জন্য মাংসের প্রয়োজন হয়ও, তবুও কখনই মাতৃবৎ যে পশু, সেই গাভীকে হত্যা করা উচিত নয়। সেটি হচ্ছে মানবিক শালীনতা। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে এই বিষয়টির উপর আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমরা কখনই পশুহত্যাকে অনুমোদন করি না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি — 'শাক-সব্জী, ফলমূল ভক্তি সহকারে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) উদ্দেশ্যে অর্পন করা উচিত।' (ভগবদ্ গীতা ৯/২৬)। আমরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ রূপে তা গ্রহণ করে থাকি। আমরা গাছ থেকে অনেক ফল পেয়ে থাকি। কিন্তু সেই ফলগুলি নেওয়ার ফলে গাছটির মৃত্যু হয় না। অবশ্য যদিও একটি প্রাণীর খাদ্য হচ্ছে অন্য আর একটি প্রাণী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যের জন্য নিজের মাকে হত্যা করতে হবে। গাভীরা নিরীহ, তারা আমাদের দুধ দেয়। নিজের জীবন ধারণের জন্য তাদের দুধ গ্রহণ করে তারপর তাদের কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা কখনই উচিত নয়, সেটি পাপ।

যদি জীবন ধারণের জন্য মাংসের প্রয়োজন হয়ও, তবুও কখনই মাতৃবৎ যে পশু, সেই গাভীকে হত্যা করা উচিত নয়। সেটি হচ্ছে মানবিক শালীনতা।

জনৈক শিষ্য ঃ শ্রীল প্রভুপাদ, খ্রিষ্টানরা মনে করে যে, নিম্ন যোনি সম্ভূত জীবদের মানুষের মতো কোন আত্মা নেই এবং এই মতবাদের ভিত্তিতে তারা মাংসাহার অনুমোদন করে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেটি তাদের মূর্খতা। সর্বপ্রথমে আমাদের দেহে আত্মার উপস্থিতির লক্ষণগুলি সম্বন্ধে জানতে হবে। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে, নিম্নতর যোনিসম্ভূত জীবেদের আত্মা আছে কি নেই। মানুষ এবং পশুর মধ্যে গুণগত কি পার্থক্য আছে? যদি আমরা তাদের মধ্যে সেই রকম কোন পার্থক্য দেখতে পাই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, পশুর মধ্যে কোন আত্মা নেই। কিন্তু মানুষ এবং পশুর মধ্যে যদি আমরা গুণগত কোন পার্থক্য না দেখতে পাই, তাহলে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, পশুর কোন আত্মা নেই? সাধারন লক্ষণগুলি হচ্ছে, পশুরা আহার করে, মানুষেরাও আহার করে, পশুরা নিদ্রা যায়, মানুষেরাও নিদ্রা যায়, পশুরা মৈথুনে লিপ্ত হয়, মানুষেরাও মৈথুনে লিপ্ত হয়, পশুরা আত্মরক্ষা করে, মানুষেরাও আত্মরক্ষা করে। তাহলে সেখানে পার্থক্য কোথায়?

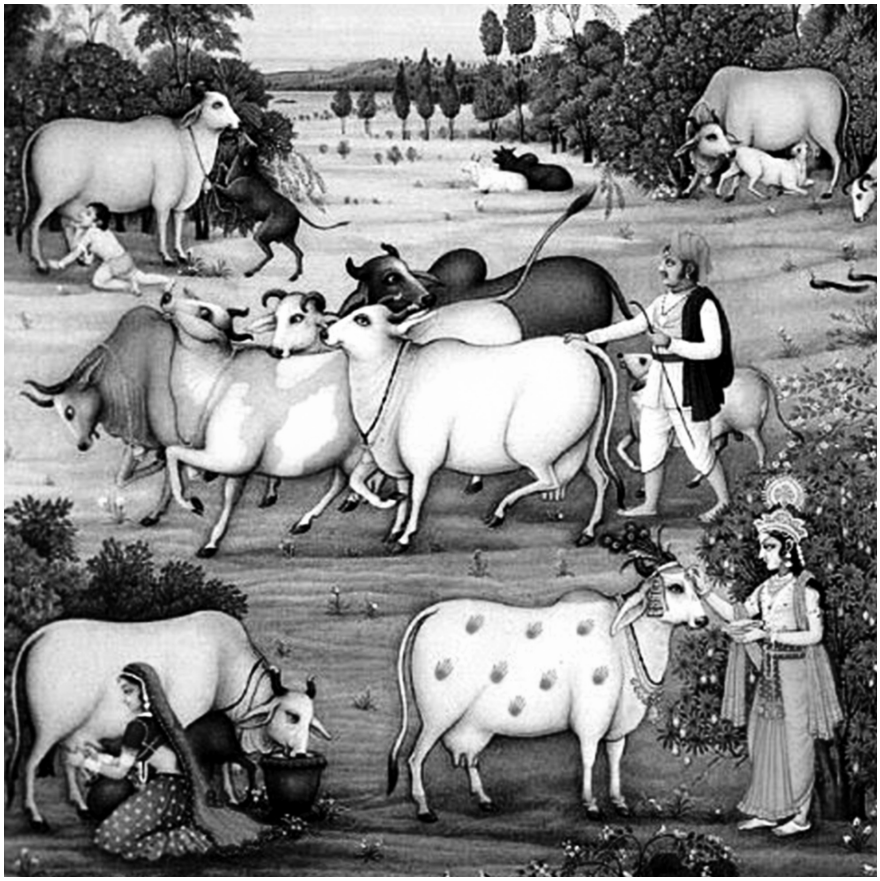

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের সঙ্গে পশুর গুণগত সেইরকম কোন পার্থক্য নেই, তবুও পশুর আত্মা নেই। আত্মা বলতে কেবল মানুষের আত্মাকেই বোঝায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমাদের ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে, সর্বযোনিষু, সমস্ত জীবের মধ্যেই আত্মা অবস্থান করে। দেহটি হচ্ছে পোশাকের মতো। আপনি কালো পোশাক পরে রয়েছেন, আমি গেরুয়া পোশাক পরে রয়েছি। কিন্তু এই পোশাকের অভ্যন্তরে আপনি হচ্ছেন একজন মানুষ এবং আমিও একজন মানুষ। ঠিক সেই রকম, বিভিন্ন যোনি সম্ভূত প্রাণীর বিভিন্ন দেহ হচ্ছে বিভিন্ন পোশাকের মতো। এই রকম প্রায় চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন দেহ বা পোশাক রয়েছে, কিন্তু সেই প্রত্যেকটি পোশাকরূপী দেহের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের অংশরূপ আত্মা অবস্থান করছে। যেমন, কোন ভদ্রলোকের দুটি পুত্রসন্তান আছে, কিন্তু তারা সমান বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নয়। তাদের মধ্যে একজন হয়তো সুপ্রীম কোর্টের বিচারক এবং অন্যজন হয়তো একজন সাধারণ শ্রমিক। কিন্তু তাদের পিতা উভয়কে নিজের পুত্ররূপে বিবেচনা করেন। তিনি তাদের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ জ্ঞান করেন না। তিনি মনে করেন না যে, তাঁর বিচারক পুত্রটি শ্রমিক পুত্র থেকে অধিক গুরুত্বপুর্ণ। আর যদি বিচারক পুত্রটি বলে যে, 'হে পিতা, আপনার অপর পুত্রটি কোন কাজের নয়, ওকে আমি কেটে খেয়ে ফেলি।' পিতা কি সেটি অনুমোদন করবেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ অবশ্যই নয়। কিন্তু প্রতিটি জীবের দেহেই যে ভগবানের অংশরূপী আত্মা অবস্থান করছেন, সেটি আমাদের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন। মনুষ্য জীবন এবং পশু জীবনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেই পার্থক্যটি চেতনার বিভিন্ন স্তরের জন্য। মনুষ্যদেহের চেতনার স্তর খুব উন্নত। এমনকি গাছেরও আত্মা রয়েছে। কিন্তু গাছের চেতনা খুব বেশী উন্নত নয়। আপনি যদি একটি গাছকে কাটেন, গাছটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে না। প্রকৃতপক্ষে সেটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু অত্যন্ত অল্পমাত্রায়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যেটির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, গাছপালা কাটলে তারাও বেদনা অনুভব করে। আর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, কোন পশুকে মারতে উদ্যত হলে পশুটি হয় বাধা দেয়, নয়তো কাঁদে কিংবা মুখ দিয়ে বিকট শব্দ করে। সুতরাং এটি চেতনার ক্রম বিকাশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই আত্মা রয়েছে।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ তবে দর্শনগত বিচারে মনুষ্য জীবন অনেক বেশী উন্নত। মানুষের চিন্তাধারা পশুর থেকে উন্নত স্তরে স্থিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সেই উন্নত স্তরটা কি? পশু তার শরীর নির্বাহ করার জন্য আহার করে এবং আপনিও আপনার শরীর নির্বাহ করার জন্য আহার করেন। গাভী ঘাস খায়, আর মানুষ আধুনিক যন্ত্রপাতিতে পরিপুর্ণ বিরাট কসাইখানাগুলিতে জবাই করা পশুর মাংস আহার করে। কিন্তু যেহেতু আপনাদের বড় বড় আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা আপনারা বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করছেন এবং পশুরা যেহেতু নিরীহভাবে ঘাস

আহার করছে, তার অর্থ এই নয় যে, আপনারা অত্যন্ত উন্নত এবং কেবল আপনাদের দেহেই আত্মা রয়েছে এবং পশুদেহে কোন আত্মা নেই। সেটি যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা দেখতে পাই যে, পশু এবং মানুষের মধ্যে প্রামাণিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ কিন্তু কেবলমাত্র মনুষ্য জীবনেই দর্শনগত বিচারের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত অর্থ জানবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, সুতরাং সেই দর্শনগত বিচারের মাধ্যমেই বোঝবার চেষ্টা করুন কেন আপনি বিশ্বাস করেন যে, পশুর মধ্যে কোন আত্মা নেই — সেটিই হচ্ছে অধিবিদ্যা বা জ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক বিচার। কিন্তু আপনার চিন্তাধারা যদি পশুর মতো হয়, তাহলে সেই রকম দার্শনিক বিচারের কি মূল্য আছে?

অধিবিদ্যা মানে হচ্ছে 'প্রাকৃত অবস্থার উর্ধ্বে' বা এক কথায় 'অপ্রাকৃত'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

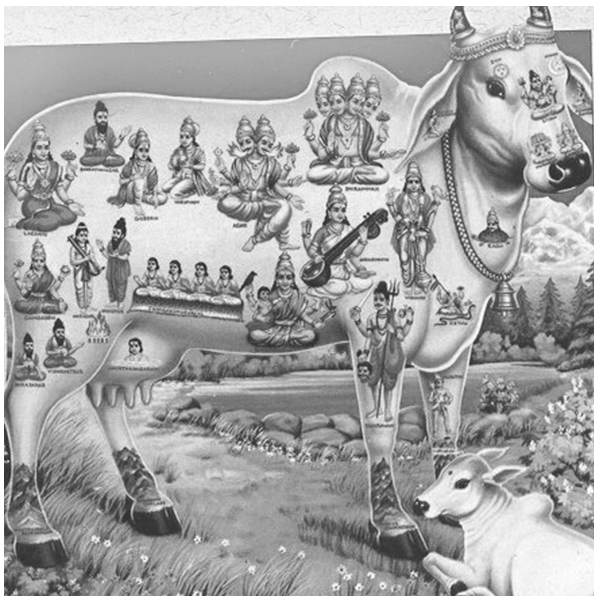

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় — 'প্রতি জীবের মধ্যেই চিন্ময় আত্মা রয়েছেন।' সেটিই হচ্ছে অধিবিদ্যামূলক জ্ঞান। এখন আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাকে অধিবিদ্যা বলে গ্রহণ করতে পারেন, আর নয়তো আপনাকে একজন অতিমূর্খ লোকের মন্তব্যকে অধিবিদ্যা বলে গ্রহণ করতে হবে। আপনি কোনটিকে গ্রহণ করবেন?

কার্ডিনাল ড্যানিয়েল ঃ কিন্তু ভগবান কেন এমন কিছু পশুকে সৃষ্টি করেন যারা অন্য পশুদের হত্যা করে খায়? তাই মনে হয় যে, সৃষ্টিতেই হয়তো কোন ত্রুটি আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কোনই ত্রুটি নেই। ভগবান অত্যন্ত দয়ালু। আপনি যদি পশুর মাংস খেতে চান, তাহলে তিনি আপনাকে সেই সুযোগ দেবেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আপনাকে একটি বাঘের শরীর প্রদান করবেন, যাতে আপনি আপনার ইচ্ছামতো অনেক পশুর মাংস খেতে পারেন। 'কসাইখানা খোলার দরকার কি? আমি তোমাকে নখ ও থাবা দিচ্ছি, এখন তুমি যত খুশি পশুর মাংস খাও'। সুতরাং যারা মাংস খাদক, তারা এই ধরণের শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছে। পশুখাদকেরা তাদের পরবর্তী জীবনে বাঘ, নেকড়ে, বেড়াল, কুকুর ইত্যাদি পশুর দেহ প্রাপ্ত হয় — যাতে তারা আরও মাংস খেতে পারে।

যদিও একটি প্রাণীর খাদ্য হচ্ছে অন্য আর একটি প্রাণী, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, খাদ্যের জন্য নিজের মাকে হত্যা করতে হবে। গাভীরা নিরীহ, তারা আমাদের দুধ দেয়। নিজের জীবন ধারণের জন্য তাদের দুধ গ্রহণ করে তারপর তাদের কসাইখানায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা কখনই উচিত নয়, সেটি পাপ।

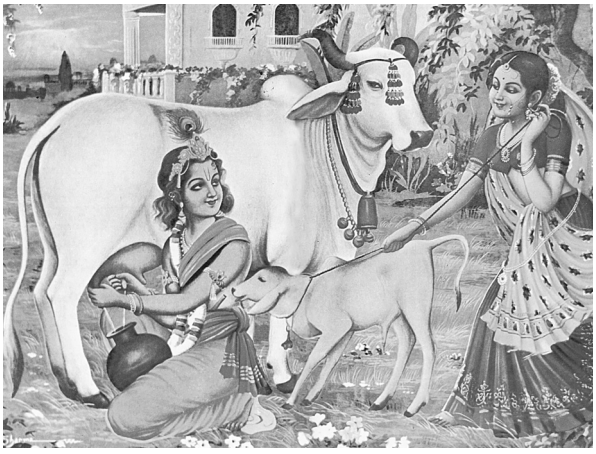

শ্রীপাদ রামানুজাচার্যের জীবন

ভক্তির দেদীপ্যমান সহস্র বৎসর

তাঁর আবির্ভাবের সহস্র বৎসর পূর্তি উপলক্ষে

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

পদ্ম পুরাণে কথিত আছে যে, চারটি সম্প্রদায় (পারমার্থিক জ্ঞান প্রদানের জন্য শাস্ত্রানুগ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান), যা ভক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে — লক্ষ্মী অথবা শ্রী সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং কুমার সম্প্রদায়। শ্রীল রামানুজাচার্য এই সম্প্রদায় গুলির মধ্যে অন্যতম শ্রী সম্প্রদায়ের সর্বাধিক বিখ্যাত আচার্য ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সহস্র বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন শহরে রামানুজাচার্যের মহিমা প্রচার করা হবে।

গৌড়ীয় আচার্যদের দ্বারা শ্রীরামানুজাচার্যকে স্বীকৃতি প্রদান

আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হল মূল অধ্যয়নের বিষয় এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের বহু তাৎপর্য্য শ্রীল রামানুজাচার্যের টীকা গুলির ওপর ভিত্তি করে লেখা। তিনি একদা তাঁর চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছিলেন সেই সমস্ত মহান আচার্যদের কথা যারা মায়াবাদী ও নির্বিশেষবাদীদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তিনি রামানুজাচার্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। যদিও আমরা ইসকনে তত্ত্বগতভাবে মধ্ব্যাচার্যের পরম্পরাকে অনুসরণ করি, আমাদের সংস্কারগুলি লিখেছেন শ্রীরঙ্গমের প্রধান পুরোহিতের পুত্র। আমাদের বহু সংস্কার সেইজন্য শ্রী সম্প্রদায়ের অনুরূপ। যে দুটি নীতি ভগবান শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রী সম্প্রদায়ের থেকে মনোনীত করেছিলেন সেগুলি হলো

বিগ্রহ সেবা এবং বৈষ্ণব সেবার মাহাত্ম্য, এই দুটিই শ্রী রামানুজাচার্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রামানুজাচার্য তাঁর গুরুদেব যমুনাচার্যের তিনটি নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছিলেন

রামানুজাচার্য যমুনাচার্যের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ শিষ্য। যখন তিনি শুনলেন যে, তাঁর গুরুদেব অসুস্থ এবং তাঁর নশ্বর দেহত্যাগের সময় উপস্থিত তিনি সত্ত্বর শ্রীরঙ্গমে যমুনাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর বিলম্ব হয়েছিল কারণ যমুনাচার্য তখন তাঁর শরীর পরিত্যাগ করেছেন। রামানুজাচার্য লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর গুরুদেবের বাম হস্ত শান্তি মুদ্রায় রয়েছে কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলী বন্ধ করা হয়েছে। সুতরাং রামানুজাচার্য বললেন যে, যমুনাচার্যের তিনটি অভিলাষ ছিল।

প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তাঁরা কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করবে তা ব্যাখ্যা করা এবং নিরাকারবাদী দর্শন যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তাও জানানো উচিৎ। তখন তাঁর দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলী খুলে গেল।

তারপর তিনি বললেন, দ্বিতীয় বস্তুটি যা তিনি চেয়েছিলেন সেটি হলো বেদান্ত সূত্র টীকা। সুতরাং তিনি সেটি করতে সম্মত হলেন। আমার মনে হয় সেটি পরবর্তী কালে শ্রীভাষ্য রূপে পরিচিত হয়েছে এবং যমুনাচার্যের দ্বিতীয় আঙ্গুলটিও খুলে গেল।

তখন তিনি বললেন, কিভাবে পরাশর মুনি ভগবৎসত্ত্বা এবং জীব সত্ত্বার মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে মহিমান্বিত করেছেন। সুতরাং তৃতীয় আঙ্গুলটিও খুলে গেল এবং তিনি বললেন যে, পরাশর মুনির পরবর্তী তাঁর একজন অগ্রগণ্য আধ্যাত্মিক শিষ্যের নাম বলবেন। সুতরাং এইরূপে রামানুজাচার্য তাঁর গুরুদেবের মানসিক বাসনা জানতেন এবং তিনি যমুনাচার্যের সর্বাগ্রগণ্য শিষ্যরূপে স্বীকৃত হলেন।

গুরুদেব এবং কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি হলেই প্রকৃত অনাসক্তি আসে

শ্রীরামানুজাচার্যের সচিব গৃহস্থ বলে লোকে সমালোচনা করতে লাগল। রামানুজাচার্য তখন তাঁর দুই শিষ্যকে তাঁর বাড়ীতে চুরি করতে পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন তাঁরা যেন সচিবের স্ত্রীর সোনার গহনা চুরি করেন। তারা ছাদের পথে সেই গৃহে প্রবেশ করল। সচিব পত্নী সেটি লক্ষ্য করলেন, 'ওহ! এরাতো আমার গুরুদেবেরই সেবক। সুতরাং তারা যা চান তা নিয়ে যান, হয়তো গুরুদেবের কিছু প্রয়োজন হয়েছে।' তারা একদিক থেকে একটি কানের দুল এবং অন্যদিক থেকে একটি বালা নিল। তারপর সচিব পত্নী ভাবলেন, 'তাদের হয়তো সোনার প্রয়োজন আছে কিন্তু আমি অন্য দিকে শুয়ে আছি।' সুতরাং তিনি পাশ ফিরে শুলেন।

কিন্তু তারা ভাবল, 'ওহ! আমরা ধরা পড়ে গিয়েছি।' তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। সচিব এলে তার পত্নী উজ্জ্বল হাসিতে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। 'তুমি তোমার শরীরের একদিকে কেন সোনার গহনা পরিধান করেছ?' সচিব পত্নী তাকে সমস্ত ঘটনার কথা বললেন। সচিব শিষ্যটি বললেন, 'তুমি নির্বোধ, তুমি ভাবছ যা কিছু দিয়েছ তা তোমার। তোমার যা কিছুই আছে সমস্তই গুরুদেবের। কেন আমার পত্নী হয়েও তুমি একথা বুঝতে পারলে না?' দুই শিষ্য বনের মধ্য থেকে সমস্ত শ্রবণ করলেন। তারা ফিরে গিয়ে রামানুজাচার্যকে সমস্ত জানালেন। তখন রামানুজাচার্য বললেন, 'সন্ন্যাসীদের আশ্রমে যাও এবং শুধু তাদের কৌপিন নিয়ে অন্যদিকে রেখে দাও।' সেইদিন সমস্ত সন্ন্যাসীরা গুরু দর্শনে আসতে বিলম্ব করলেন। 'তুমি আমার কৌপিন (কটি বন্ধ) নিয়েছ? কেন তুমি নিয়েছ?' বড় লড়াই বেঁধে গেল। 'আমি নিই নি। তুমি নিয়েছ।' 'না তুমি নিয়েছ। তুমিই নিয়েছ।' সন্ন্যাসীদের কিছুই থাকতে নেই। শুধু একটি কৌপিন। কিন্তু তবুও তারা যুদ্ধ করছে। সচিব একজন গৃহস্থ যার সোনা রয়েছে। কিন্তু তিনি বলছেন যে, সমস্ত কিছুই গুরুদেবের সম্পত্তি। সুতরাং রামানুজাচার্যের চোররূপী শিষ্য প্রেরণের ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, কে অনাসক্ত আর কে অধিক আসক্ত? সুতরাং প্রকৃত পরীক্ষা হলো যে, আমরা কি অধিকতর গুরু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত অথবা আমরা নিজের সম্বন্ধে যা ভাবছি তার প্রতি বেশী আসক্ত?

ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় রূপ হলো শ্রীনারায়ণ। তাঁর মাধুর্য্য রূপ হলো শ্রীকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলেন, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণই হলেন প্রথম। আবার কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণের মাধুর্য্য রূপই প্রথম। কিন্তু প্রত্যেকে স্বীকার করেন যে, একজন সর্বময় ঈশ্বর আছেন যার অসংখ্য রূপ আছে।

আমরা সকলেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। নৈর্ব্যক্তিকবাদ থেকে সাধারণ মানুষকে আমরা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। এই নৈর্ব্যক্তিকবাদ মানুষকে ধ্বংস করছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্যময় রূপ হলো শ্রীনারায়ণ। তাঁর মাধুর্য্য রূপ হলো শ্রীকৃষ্ণ। কেউ কেউ বলেন, ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণই হলেন প্রথম। আবার কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণের মাধুর্য্য রূপই প্রথম। কিন্তু প্রত্যেকে

স্বীকার করেন যে, একজন সর্বময় ঈশ্বর আছেন যার অসংখ্য রূপ আছে। তাই কে প্রথম এটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার বিষয়।

রামানুজাচার্য ভগবান কূর্মদেবের শ্রীবিগ্রহকে প্রকাশ করেন

একদা শ্রীল রামানুজাচার্য অন্ধ্রপ্রদেশের কূর্ম দেশে গমন করেছিলেন। সেই স্থানের লোকেরা কূর্মদেবকে শিবলিঙ্গ বলে মনে করত। রামানুজাচার্য তাদের দেখিয়েছিলেন শ্রীবিগ্রহটির পদযুগল রয়েছে এবং তিনি কূর্মদেব। যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সে স্থানে গেলেন তিনি রামানুজাচার্য এবং কূর্মদেবের আখ্যান শ্রবণ করলেন। সেখানে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ।' যার সঙ্গেই তোমার দেখা হোক তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশাবলী বলবে, গুরু হয়ে তোমার দেশবাসীকে উদ্ধার করবে।

রামানুজাচার্য করুণাপরবশ হয়ে সবাইকে ভগবানের দিব্যনাম বিতরণ করেছেন

রামানুজাচার্য আধ্যাত্মিক জগত থেকে এসেছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের বাণী সবাইকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই কলিযুগে, সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে যে, আমরা যেন কৃষ্ণনাম জপ করি। শিবপুরাণে রুদ্র পার্বতীকে বলছেন যে, 'সহস্রনামতুল্যভিষেক রামনাম বরাননে', একবার রামনাম জপ সহস্রবার বিষ্ণুনাম জপের সমান। একই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, একবার কৃষ্ণনাম জপ তিন সহস্রবার বিষ্ণুনাম জপের সমান। তাই শূদ্র এবং অনুগামী ভক্তরাও ভগবানের দিব্য নাম জপ করতেন এবং রামানুজাচার্য ভগবানের দিব্যনাম জপের বিধান দিয়েছিলেন। মায়াবাদী ধারায় তারা বলে যতক্ষণ না তুমি সন্ন্যাস নেবে তোমার মুক্তি নেই। কিন্তু বৈষ্ণব পরম্পরায় বলা হয় কেউ সন্ন্যাসী হতেও পারে অথবা কেউ গৃহীও হতে পারে। প্রশ্ন হলো তুমি কি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ, স্মরণ এবং কীর্তন করতে সক্ষম? তাই এখন যদি আমাদের গৃহস্থরা তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় থেকেও সর্বদা কৃষ্ণ এবং নারায়ণের নাম স্মরণ করেন তাহলে তাদের জীবন নিখুঁত হবে।

প্রতি যুগে বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের বিধান আছে। সত্যযুগে ছিল ধ্যান যজ্ঞ। ত্রেতাযুগে ছিল হোম যজ্ঞ, অর্থাৎ অগ্নিতে আহুতি। দ্বাপর যুগে ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন এবং সেখানে ছিল শ্রীবিগ্রহের আরাধনা। এই কলিযুগে এই যজ্ঞ হলো ভগবানের পবিত্র নাম জপ। ভগবান শ্রী চৈতন্য স্বয়ং কলিযুগের যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তনকে প্রতিষ্ঠা করতে অবতরণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য নিমাই পন্ডিত রূপে একজন বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে বিখ্যাত পন্ডিত কেশর কাশ্মীরিকে পরাজিত করেছিলেন।

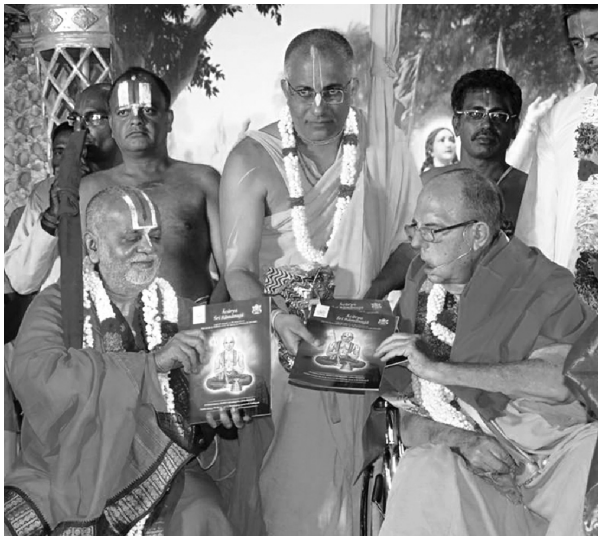

ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরে তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি হরিনাম সংকীর্তন শুরু করলেন। যখন তিনি মায়াবাদী নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি একজন সন্ন্যাসী, কেন আপনি বেদান্ত সুত্রের উপর টীকা অধ্যয়ন করেন না?' মহাপ্রভু অত্যন্ত বিনম্রভাবে তাকে বললেন ,'আমার গুরুদেব আমাকে বলেছেন যে, আমি অত্যন্ত নির্বোধ এবং তিনি আমাকে বলেছেন, টিকা না পড়ে শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ জপ কর।' যদিও নিমাই পন্ডিত রূপে তিনি বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সকলের জপ করা উচিৎ। তিরুপতি তিরুমালাতে আমরা শুনতে পাই কিভাবে 'ওম্ নমঃ নারায়ণায়' মন্ত্রটি সর্বদা বাজে, এবং সমস্ত লোক বলেন, 'গোবিন্দ — গোবিন্দ — গোবিন্দ ... গোবিন্দ'। সুতরাং ভগবানের অনন্ত নাম আছে। আমরা ভগবানের নাম এবং তাঁর সেবা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারতাম না যদি না রামানুজাচার্যের মতো মহান আচার্যরা আসতেন।

আমরা রামানুজাচার্যের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কারণ তিনি আমাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি করতে শিখিয়েছেন। আমরা আশা করি সকলেই রামানুজাচার্যের মহৎ জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করব। পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা রামানুজাচার্যের প্রতি নত শিরে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং সহস্রতম আবির্ভাব তিথি উৎসব উদযাপন করছি।

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী শিষ্য। বর্তমানে তিনি ইসকন গভর্নিং বডির কমিশনার এবং তৎসহ ইসকন-এর মায়াপুর, পশ্চিমবঙ্গ আন্তর্জাতিক প্রধান কার্যালয়ের সহ-নির্দেশক। তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ইসকন-এ যোগদান করেন এবং বিগত ৪৬ বৎসর ধরে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করছেন এবং অগণিত মানুষকে মার্গদর্শন প্রদান করেছেন।

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রানায় কারুণ্য ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

ভব দাবানলে পতিত পরাণ
সিঞ্চি কৃপাবারি করো পরিত্রাণ
হে পাবনাবতার।
পরম করুণ জগত মঙ্গল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

কীর্তন নর্তন সংগীত বাদন
গৌর প্রেমরসে হৃদয় মগন
নয়নে অশ্রুধার।
পুলক শরীর নিয়ত বিহ্বল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

বিগ্রহ অর্চন শৃঙ্গার রচন
মন্দির মার্জন ধাবন সাজন
অশেষ পরিচার।
নিজে যুক্ত হই নিয়োজে সকল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ -
স্বাদন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

চারি রসযুত প্রসাদ সেবনে
পরিতৃপ্ত করে প্রেমানন্দ মনে
শ্রীকৃষ্ণ কৃপা সার।
ভক্তে সুখী দেখি আমোদ বিমল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

শ্রীরাধিকামাধবয়োর পার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

রাধিকা মাধব অনন্ত অপার
নাম-রূপ-গুণ লীলা নিরন্তর
হে মাধুরী অপার।
সদা আস্বাদনে অতীব বিলোল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

রাধিকা মাধব মিলন সাধনে
সতত যুকতি করে সখিগণে
যতন সে সবার।
নিপুন বারতা যাঁর অবিরল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ
রুক্তস্তথা ভাব্যতে এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

আচার্যদেবেরে সকল পুরাণে
করয়ে বন্দনা সাক্ষাৎ হরিজ্ঞানে
শ্রদ্ধেয় সবাকার।
হরিসেবানিষ্ঠ প্রেমেতে বিহ্বল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোহপি
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রীসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।।

যাঁর করুনাতে কৃষ্ণকৃপা পাও
যাঁর অপ্রসাদে জীবের কোথাও
নাই মঙ্গল আর।
ত্রিসন্ধ্যাতে ধ্যেয় যাঁর কীর্তিদল
সেই গুরুদেব চরণ কমল
বন্দিয়ে বারংবার।।

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মেমুহূর্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ
সেবৈব লভ্যা জনুষোহন্ত এব।।

গুরু দেবাষ্টক প্রত্যূষকালেতে
উচ্চস্বরে গাহ অতি যতনেতে
মঙ্গলারতি সার।
বস্তু সিদ্ধিকালে আসি বৃন্দাবনে
প্রেমগুননিধি শ্রীকৃষ্ণচরণে
পাবে সেবাধিকার।।

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কেন নিরামিষভোজী হব?

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

কল্পনা করুন যে, সব্জি কাটতে কাটতে হঠাৎ ভূলবশতঃ যদি আপনার আঙ্গুলটি কেটে যায় এবং রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে এবং আপনি কত প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাহলে আমাদের এখন চিন্তা করা উচিত যে, নিরীহ প্রাণীগুলি কত যন্ত্রণা পায় যখন তাদের গলা কোন ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা হয়। তারা যন্ত্রণায় ক্রন্দন করে যখন তাদেরকে জবাই করা হয়। পশুরাও আমাদের মতো জীবন্ত বস্তু। তারাও খাবার খায়, ঘুমায়, জল পান করে, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং কষ্ট ও আনন্দ অনুভব করে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতায় (১৪.৪) পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, এই বিশ্ব সংসারে তিনি সমগ্র প্রাণী কুলের বীজ প্রদানকারী পিতা যার মধ্যে মানুষ, প্রাণী এবং বৃক্ষও সম্মিলিত আছে।

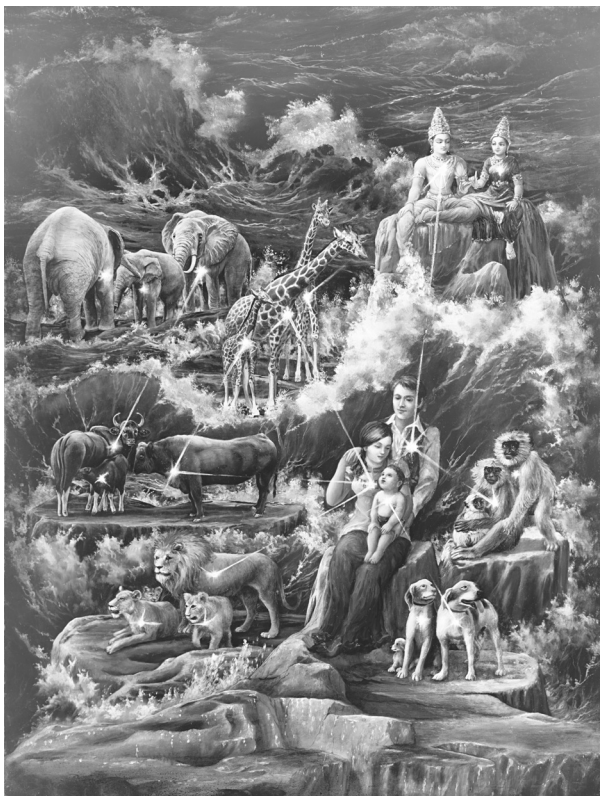

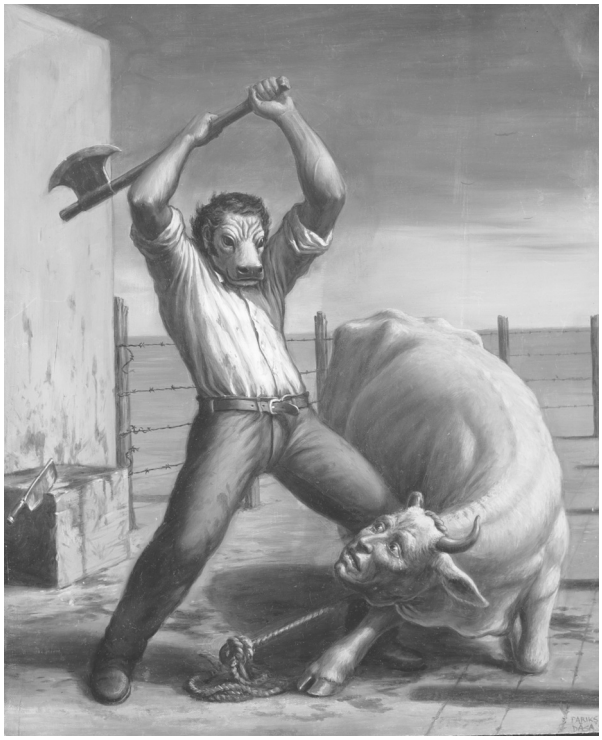

আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ‘এই দেহ একটি কাপড়ের তৈরী কোট। আপনার কালো কাপড় আছে। আমি গেরুয়া রঙের কাপড় পরেছি। কিন্তু পোশাকের মধ্যে আপনি একজন মানুষ এবং আমিও একজন মানুষ। তেমনি বিভিন্ন প্রজাতির জীব বিভিন্ন প্রকারের পোশাকের মতো। তার মধ্যে আত্মা আছে যা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, মনে করুন এক ভদ্রলোকের দুই পুত্র আছে যারা সমভাবের বুদ্ধিমান নয়। একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হতে পারে এবং অন্যজন একজন সাধারণ শ্রমিক, কিন্তু পিতা দুইজনকেই তার পুত্র বলে স্বীকার করেন। তিনি কখনো এদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না যে, বিচারক পুত্রটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রমিক পুত্রটি তত গুরুত্বপুর্ণ নয়। যদি বিচারক পুত্রটি বলে,— হে প্রিয় পিতা, আপনার

অন্য পুত্রটি অর্থহীন; আমাকে ওকে কাটতে দিন এবং ভক্ষণ করতে দিন, পিতা কি এটি অনুমোদন করবেন?'

পরমেশ্বর ভগবান অবশ্যই অসন্তুষ্ট হন যখন তিনি দেখেন যে, উন্নত চেতনা সম্পন্ন মানবজাতি নিজের রসনা এবং উদর পরিতৃপ্তির জন্য অন্য প্রাণীকে হত্যা করছে। শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি কোন মানুষ প্রাণী হত্যায় উৎসাহী হয় তাহলে পরবর্তী জীবনে সে সেই রকম প্রাণীদেহ পাবে যে অন্য প্রাণীদের মাংস আহার করে জীবনধারণ করে। সে বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, শৃগাল, কুকুর ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করবে।

প্রকৃতি আমাদের অফুরন্ত খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছে — সুস্বাদু ফল, পুষ্টিকর শাকসব্জী, শস্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি। তাহলে কেন আমরা নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করব? প্রকৃতপক্ষে এটা বলা হয় যে, আমরা মানুষেরা মুলত শাকাহারী। আমাদের শরীর নিরামিষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করার জন্য তৈরী হয়েছে, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্যদ্রব্যের জন্য নয়।

মিলটন আর মিলস্, এম. ডি লেখা 'দ্যা কমপারেটিভ অ্যানাটমি অব ইটিং' অনুসারে আমাদের শরীর বৃত্তিয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শাকাহারীদের মিল রয়েছে। মাংসাশীদের সঙ্গে নয়। সুতরাং আমাদেরকে শুধুমাত্র নিরামিষ আহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি ভগবান চাইতেন আমরা আমিষাশী হব তাহলে তিনি আমাদের মাংসাশীদের মতো শারীরিক গঠন দিতেন।

নিরামিষ খাদ্য পুষ্টিকর

একটি সাধারণ অভিযোগ হল এই যে, নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস যথেষ্ট প্রোটিন প্রদান করে না। যদিও নিরামিষাশীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে প্রোটিনের উৎস রয়েছে। ওয়াশিংটন ডি. সি. তে অবস্থিত একটি মুনাফাহীন সংগঠন দি ফিজিসিয়ানস্ কমিটি ফর রেসপনসিবল মেডিসিন, যাতে চার হাজার

পাঁচশো ডাক্তার রয়েছেন তাঁরা নিম্নলিখিত নিরামিষ প্রোটিন উৎসের সুপারিশ করেছেন; ব্ল্যাক বিনস্, ব্রকোলী, চিক্‌পিস্, লেন্টিলস্, পিনাট বাটার, স্পিনাচ, হোল হুইট ব্রেড।

নিরামিষ আহার অস্বাস্থ্যকর নয়, যদি তাই হতো তাহলে কেমন করে হাতি, গন্ডার, হিপোপটেমাস যারা কিনা নিরামিষাশী তারা অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হতো।

উন্নত কারণের জন্য নিরামিষাশী হোন

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ভগবানের সৃষ্ট নিরীহ জীবদের উপর অকারণ পীড়া এবং মৃত্যুর কারণ হওয়া পাপ। একজন মানুষের

নিরামিষ আহার অস্বাস্থ্যকর নয়, যদি তাই হতো তাহলে কেমন করে হাতি, গন্ডার, হিপোপটেমাস যারা কিনা নিরামিষাশী তারা অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হতো।

মহত্ব তার নৃশংতার দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, কিন্তু একজন মানুষের সহমর্মী চরিত্রই তাকে মানুষ করে তোলে।

একজন ভগবদ্‌ভক্ত সামান্য একট পিপিলীকার ক্ষতি সাধনের চিন্তাতেও কাঁপেন। মৃগারী একজন নৃশংস শিকারী ছিল। সে অর্ধমৃত অবস্থায় প্রাণীদের ছেড়ে দিত কারণ সে তাদের যন্ত্রণা এবং মৃত্যু উপভোগ করত। কিন্তু নারদ মুনির কাছে শিক্ষা পেয়ে তার হৃদয় পরিবর্তিত হলো এবং সে তার হত্যালীলা পরিত্যাগ করল এবং স্থির করল ভক্তি জীবন অভ্যাস করবে। একদিন নারদমুনি এবং তার বন্ধু পর্বতমুনি মৃগারীর গৃহে যাবেন বলে স্থির করলেন। যখন মৃগারী দুই মুনিকে দেখতে পেল, সে দৌড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য গৃহের বাইরে গেল। কিন্তু পথে অনেক পিপিলীকা ছিল,

সেই জন্য মৃগারী অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁটছিল যাতে কোন পিপিলীকার উপর পা না পড়ে। শ্রদ্ধেয় মুনিদ্বয় জীবিত প্রাণীদেরে প্রতি তার এই সহমর্মিতা দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। মৃগারী একদা এক নৃশংস শিকারী ছিল কিন্তু যখন সে বুঝতে পেরেছিল যে, সমস্ত জীবাত্মা এমনকি একটি পিপিলীকাও ভগবানের অংশ, সে তার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করেছিল যাতে তাদের কোন ক্ষতি না হয়।

একদা একটি ছারপোকা শ্রীল প্রভুপাদের ঘরে স্থির হয়ে পড়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদ তৎক্ষণাৎ তাঁর শিষ্য শ্রুতকীর্তি দাসকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি এই ছারপোকাটি নড়ছে না। আমার মনে হয় এ ক্ষুধার্ত। একটি প্রসাদম ফুল নিয়ে এস এবং একে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি গাছের ওপর রাখ যাতে সে কিছু খেতে পায়।' শ্রীল প্রভুপাদ উবাচ — শ্রুতকীর্তি দাস, ৬ষ্ঠ অধ্যায়; একটি ছারপোকার উপর দয়া।

এই হলো একজন ভক্তের গুণ। তিনি শুধু কোন জীবাত্মার ক্ষতি না করার চেষ্টাই করেন না, তাঁর কষ্ট লাঘব করারও চেষ্টা করেন। অন্যদের চোখে জল দেখলে আমাদের হৃদয় কাঁদে, অন্যদের কষ্ট লাঘব করার জন্য আমরা নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করি। আমাদের থেকে দুর্বলতরদের উপর আমাদের সহমর্মিতা প্রদর্শন করি যাতে তারা আমাদের ওপর নির্ভরশীল হয়। যখন কোন কারণ ছাড়াই আমরা অন্যের জীবনে আনন্দ আনার চেষ্টা করি এবং যখন আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত জীবাত্মাকে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ জেনে ভালবাসতে শুরু করি, তখনই আমরা কৃষ্ণের কৃপা ও করুণা প্রাপ্ত হই।

কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন আমাদের কৃষ্ণ সমীপে নিয়ে আসে

যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তা শুধু আমাদের শারীরিক পুষ্টিই প্রদান করে না, তা আমাদের চেতনাকেও প্রভাবিত করে। ভগবদ্ গীতায় (১৭.৮-১০) ব্যাখ্যা করা হয়েছে সত্ত্ব, তম এবং রজগুণ সম্পন্ন মানুষের খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে। তমগুণ সম্পন্ন মানুষকে পচনশীল এবং প্রাণী হত্যার দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য আকৃষ্ট করে যা অন্যদের অশেষ যন্ত্রণা দেয়। রজগুণ সম্পন্ন মানুষ অত্যন্ত মশলাদার খাবার পছন্দ করে যা ইন্দ্রিয় এবং মনে উত্তেজনা ছড়ায়। সত্ত্বগুণ সম্পন্ন মানুষ নিরামিষ আহার পছন্দ করেন কারণ যা অধিক থেকে অধিকতম হিংসা নিবারণ করে। হ্যাঁ এটা ঠিক একজন নিরামিষাশীও হিংস্র কাজ করে কিন্তু সেই হিংসা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষ খাদ্য পেতে যে হিংসা হয় তার থেকে অনেক কম। কারণ বেশীর ভাগ ফল, বাদাম, সব্জী এবং শস্যের জন্য আমরা

গাছকে হত্যা করি না, শুধু কেটে নিই। এটি চুলকাটার মতো, এটি পুনরায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিছু সংখ্যক বৃক্ষকে হত্যা করা হয়, কিন্তু যেহেতু গাছের স্নায়ুতন্ত্র অতটা উন্নত নয় তাই অধিক বেদনা অনুভব করে না। তাই আমরা হিংসাকে হ্রাস করতে সক্ষম।

শাস্ত্রে আমাদের বলা হয়েছে, প্রথমে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করে যেন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। ভগবদগীতায় (৩.১৩) বলা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তেরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন, কারণ তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করেন। যারা কেবল স্বার্থপর হয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য অন্নাদি পাক করে, তারা কেবল পাপই ভোজন করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন, আমিষ নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদিত নিরামিষ খাদ্য শুধুমাত্র নিস্পাপই নয় — এটি আমাদের কৃষ্ণের নিকট নিয়ে যায়।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস কোলকাতা ইসকন ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই.বি.এম -এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত।

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?

পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

(033) 2289 6446

9073791237

btgbengali@gmail.com

গুরু পরম্পরা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

আমরা যখন কোন ঔষধ খাই, তখন আমরা আমাদের ইচ্ছামতো ঔষধ খেতে পারি না, একজন যথার্থ ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে বা ঔষধের শিশিতে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে সেই ঔষধ খেতে হয়। ঠিক তেমনি আমাদের পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করতে হলে এক যথার্থ সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে লাভ করতে হবে। এই তত্ত্বজ্ঞান গুরুদেব কিভাবে লাভ করবেন সেই পন্থাটির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনের মাধ্যমে পরম্পরা দান করলেন।

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।

গীতা ৪/২

অনুবাদ ঃ *এভাবেই পরম্পরার মাধ্যমে প্রাপ্ত এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং তাই সেই যোগ নষ্ট প্রায় হয়েছে।*

এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, এই জ্ঞান রাজর্ষিদের দেওয়া হতো — অসুরদের নয়। রাজর্ষি মানে রাজ+ঋষি অর্থাৎ যিনি রাজা হয়েও বেদমন্ত্রের তত্ত্ব জানেন তাকেই রাজর্ষি বলা হয়। ভগবান অর্জুনকে বলতে চাইছেন — সেই জ্ঞান এখন আমি তোমাকেও দেব, যেহেতু তুমি রাজর্ষিদের মধ্যে পড়েছো। পাঁচ হাজার বৎসর আগে ভগবান স্বয়ং লক্ষ্য করেন যে, সেই গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারা বিছিন্ন হয়ে গেছে তাই তিনি জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য সেই ধারাকে পুনরায় চালু করার জন্য গীতার জ্ঞান দিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানুষের প্রতি ভগবানের এক বিশেষ দান বা আশীর্বাদ স্বরূপ যা মানব সমাজের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

জ্ঞানলাভের তিনটি পন্থা আছে — ১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ — যা চোখে দেখবো সেটা বিশ্বাস করবো। এই ধারণাটি পুরোপুরি ঠিক নয় কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমরা যখন জলের মধ্যে একটি লাঠিকে দেখি সেটি ভাঙ্গা দেখি বা পূর্ণিমার চাঁদকে থালার মতো মনে হয়। অথবা কখনও পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলে দেখেও বুঝতে পারি না। এছাড়া একটি বাস্তব উদাহরণ দিলে বুঝতে আরো সুবিধে হবে। এক গ্রামীণ হাসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার শীতকালে রৌদ্রে টেবিল চেয়ার নিয়ে রোগী দেখছে, সেই সময় কিছুটা দূরে একজন ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলেন — মহিলাটি তার ডান পা টানতে টানতে আসছেন। কখনও সামনের দিকে মুখ করে পা টানছে কখনও বেঁকে পা টানছে — দেখে ডাক্তাররা বলাবলি করতে লাগলেন ওনার জন্মগত রোগ, কেউ বললেন না শিরার দোষ — শিরা টান পড়লে এই রকম হয়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিচ্ছে, সেই সময় কাছে আসতে দেখলেন পায়ে হাওয়াই চটি ছিল, কাদায় পা পড়ে চটির ফিতে খুলে গেছে। যেহেতু দুই হাতে ব্যাগ ছিল তাই চটিটি পায়ে করে আনতে তাকে এইভাবে আসতে হয়েছে। দেখুন, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণও কখনও কখনও ভুল হয়।

২) অনুমান প্রমাণ — এটাও কখনও কখনও ঠিক না হতে পারে যেমন, আপনাকে কেউ বললেন ১০ মিনিট বাদে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফোন করব। কিন্তু ১০ মিনিট বাদে যেই ফোন আসবে সঙ্গে সঙ্গে আপনি মনে করবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ ফোনটি এসেছে — সেটা নাও হতে পারে। অথবা আপনার ঘরের পিছনে কিছু আওয়াজ হলো আপনি না দেখেই কিছু মনে করবেন সেটা ঠিক নাও হতে পারে।

৩) শব্দ প্রমাণ — এটা ঠিক যেমন গীতার জ্ঞান আপনি ভগবানের কাছ হতে শ্রবণ করেছেন। অথবা আপনার মা শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, 'ইনি তোমার পিতা'। আমরা সেটিকেই বাস্তব সত্য বলে মনে করি। কারণ প্রত্যক্ষভাবে আমি জন্মের আগে দেখিনি আমার পিতা কে অথবা অনুমান করেও আমি পিতাকে গ্রহণ করিনি। মা যাকে বলেছেন, 'ইনি তোমার পিতা' সেটিকে গ্রহণ করেছি।

তাই শাস্ত্রে জ্ঞান আহরণ করার দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথমটি আরোহ পদ্ধতি — এই পদ্ধতি খুব কঠিন — প্রামাণিক অস্তিত্বের স্বীকার না করে নিজের প্রচেষ্টায় বা অনুমানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যেমন, পিতার পরিচয় মায়ের কাছ হতে না শ্রবণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে জানা।

আর দ্বিতীয়টি হলো অবরোহ পদ্ধতি। যেমন পিতার পরিচয়, মা যা বললেন সেটিকে বিশ্বাস করা। বৈদিক জ্ঞান এইভাবে গুরু পরম্পরা ধারায় শ্রৌত পন্থায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। যেমন একটি পাকা আম হাতে হাতে করে যদি নীচে নেমে আসে তা অক্ষত থাকে। তাই এই পদ্ধতিটি খুব সহজ।

কোন কোন সম্প্রদায় মন্তব্য করে থাকেন, বিশেষ করে নতুন ভক্তদের কাছে, আপনাদের পরম্পরা ঠিক নয়। আসলে সিদ্ধান্তটি তারা জানে না — যেমন কারোও যদি উড়িয়া

অক্ষর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে তাহলে অক্ষরগুলিকে দেখে সে বলবে কিছু জিলিপির প্যাঁচের মতো ঘোরানো এটা ভুল লেখা — এইভাবে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। সেই রকম আমাদের জানা প্রয়োজন গুরু পরম্পরা দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা — যেটি মন্ত্র দীক্ষার মাধ্যমে নেমে আসে। দ্বিতীয়টি হলো ভাগবত পরম্পরা। যেটি বেদ বা ভাগবতের জ্ঞান যথাযথভাবে প্রদান করার মাধ্যমে নেমে আসে।

পঞ্চরাত্রিক গুরু পরম্পরায় একটু অসুবিধে হলো কি গুরু পরম্পরায় থাকতে থাকতে কোন গুরুদেব যদি সদাচারী না হওয়ায় শিষ্য যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। ফলে সেই শিষ্য গুরু হলে তার শিষ্য যথার্থ গুরু শিক্ষা পেল না, ফলে অসুবিধে হয়। পরম্পরা সূত্রে নিজেকে গুরু বলে দাবি করলেও যদি জ্ঞানে ও ভজনে পরিপক্ক না হন তাহলে শিষ্যদের অসুবিধে হবে, বৈষ্ণবীয় ধারা থেকে বিচ্যুত হবে।

কিন্তু ভাগবত পরম্পরায় মন্ত্র দীক্ষা মূখ্য বিষয় নয়। বেদ ও ভাগবতের জ্ঞান যথাযথভাবে প্রদান করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে এই ভাগবত তত্ত্ব জ্ঞান দিলেন — ব্রহ্মা দিলেন নারদ মুনিকে এবং নারদ মুনি দিলেন ব্যাসদেবকে — ব্যাসদেব দিলেন

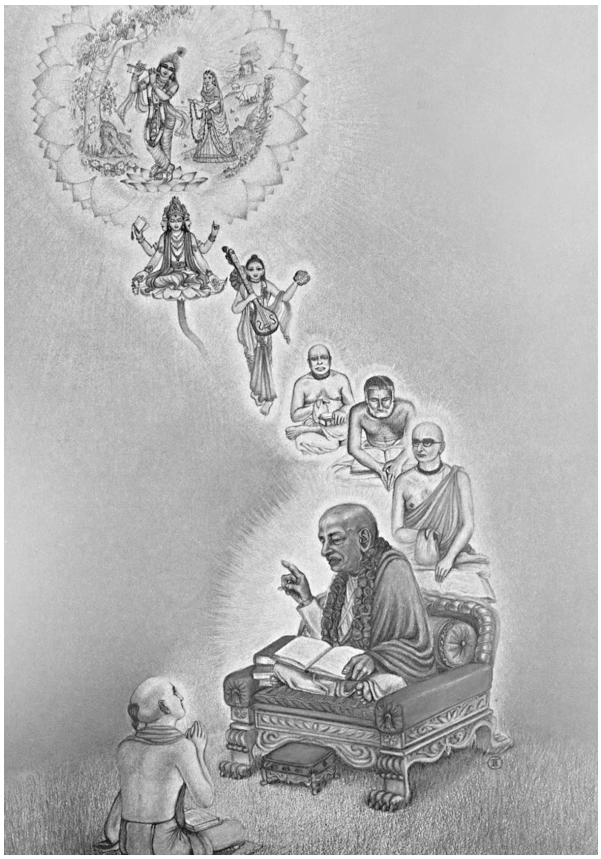

মধ্বাচার্যকে — এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান নেমে এসেছে। তাই আমাদের গীতার মধ্যে যে পরম্পরা উল্লেখ আছে তা ভাগবত গুরু পরম্পরা। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ব্যাসদেব এসেছিলেন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আর মাধ্বাচার্যের জন্ম ১০৪০ শকাব্দে। তাহলে কিভাবে সম্ভব জ্ঞান প্রদান করা। এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ একবার প্রশ্ন-উত্তরে এক নামহট্ট ভক্তকে। গুরুমহারাজ বলেছিলেন, কয়েকজন এখনও বেঁচে আছেন, যেমন ব্যাসদেব, হনুমান, অশ্বত্থামা। ব্যাসদেব যখন বদরিকা আশ্রমে অবস্থান করছিলেন সেই সময় ভীমসেনের অবতার মধ্বাচার্য বদরিকা আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সমস্ত বেদ, বেদান্তসূত্র, মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশ লাভ করেছিলেন। তাই আমাদের সম্প্রদায়ের নাম ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের ভাগবত বিধির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, পরম্পরা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, দীক্ষার বিষয়ে নয়। এমন নয় যে, দীক্ষা গুরুপরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত হবেন না বা যাঁরা ভাগবত পরম্পরার আচার্য হবেন তাঁদের দীক্ষার প্রয়োজন নেই। এইভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপনা করা হয়নি। দীক্ষার ভিত্তিতে পরম্পরা নির্ধারিত হলে যোগ্য শিষ্য না হলে পরম্পরা অনুসারে তাঁকে গুরু পদে আসীন করা হয় তার ফলে ভাগবত তত্ত্ব জ্ঞানের প্রবাহ নষ্ট হয়। যেমন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পঞ্চরাত্রিক পরম্পরা অনুসারে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর পরম্পরার অন্তর্গত শ্রী বিপিন বিহারী গোস্বামীর শিষ্য অথচ তিনি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর আনুগত্যে ভজন করতেন। তাই ভাগবত গুরু পরম্পরায় জগন্নাথ দাস বাবাজীর পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের নাম আছে। এমন নয় যে, ভাগবত পরম্পরায় দীক্ষা শিষ্য থাকতে পারবে না। শ্রীল প্রভুপাদ (ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য) তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন।

একজন প্রশ্ন করছেন এক ভক্তকে, 'গুরু গ্রহণ করা কি একান্ত প্রয়োজন?' ভক্তটি বললেন, 'আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন?' 'কারণ আপনি সঠিক উত্তর দেবেন তাই' — ব্যক্তিটি বললেন। ভক্তটি বললেন, 'সঠিক উত্তর জানার জন্যই গুরু গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।' ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীমহাপ্রভু গুরু গ্রহণ করেছিলেন। এই জগতে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে গুরু গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক গুরু খুঁজে পাওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত এবং ভক্ত সঙ্গ করা উচিত।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। এই বৎসর শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

শ্রী স্বায়ম্ভুব মনুর বাণী

১। একটা হিংস্র পশু তার আহার্য গ্রহণের জন্য অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে। এটি তার স্বভাবজাত কর্ম। কিন্তু একজন মানুষ যদি আহার্য গ্রহণের জন্য সেরকম জিঘাংসাপর হয় তবে সে মানুষ পর্যায়ভুক্ত হয় না।

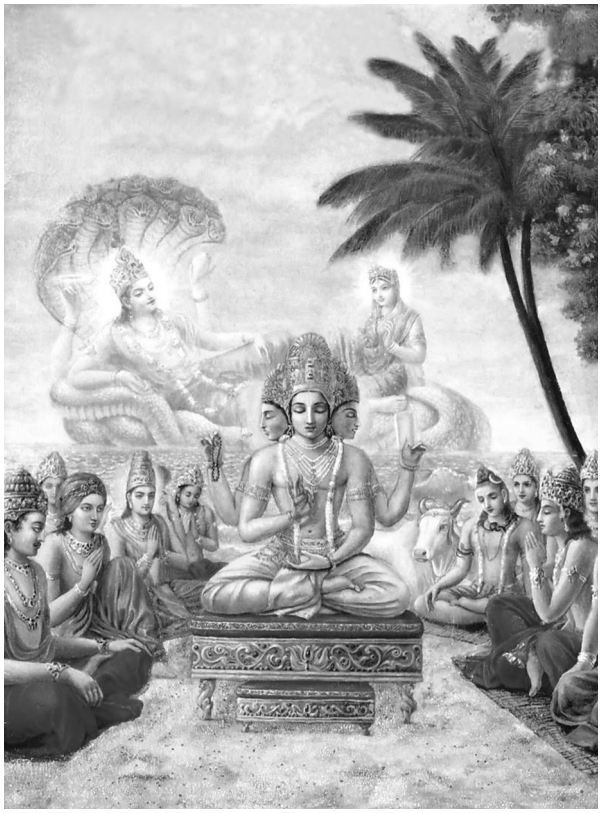

২। জীবের জন্ম-মৃত্যু সর্বকারণের পরম কারণ ভগবানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। শ্রীভগবান তাঁর জড়াশক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি-পালন-ধ্বংস করলেও, তিনি এসব কর্মের অতীত। কেউ যদি শ্রীভগবানের শরণাগত হয়, ভক্তি অনুশীলন করে, সে তবে বুঝতে পারে যে, শ্রীভগবানই জীবনের পরম লক্ষ্য। এই জগতে আধিপত্য করাটা জীবনের লক্ষ্য নয়।

৩। লোকে 'আমি ও আমার' এই মোহমূলক ধারণার বশে অপরের প্রতি হিংসা ও ঈর্ষাভাবাপন্ন হয়। সমস্ত আনন্দের উৎস এবং পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার দ্বারা সেই মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। পারমার্থিক উপলব্ধির পথে ক্রোধ হচ্ছে সব চাইতে বড় শত্রু। কেউ মনে করতে পারে, আমার মনের মতো কেউ না হলে, আমার আনুগত্যে কেউ না থাকলে তার বিরোধী আমি হবই। কিন্তু তাতে ক্রোধ শান্ত হয় না, শত্রুতা বৃদ্ধিই হতে থাকে। মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীভগবানের কথা মন দিয়ে শ্রবণের দ্বারা ভক্তি প্রতিকূল ক্রোধকে সংবরণ করা যায়।

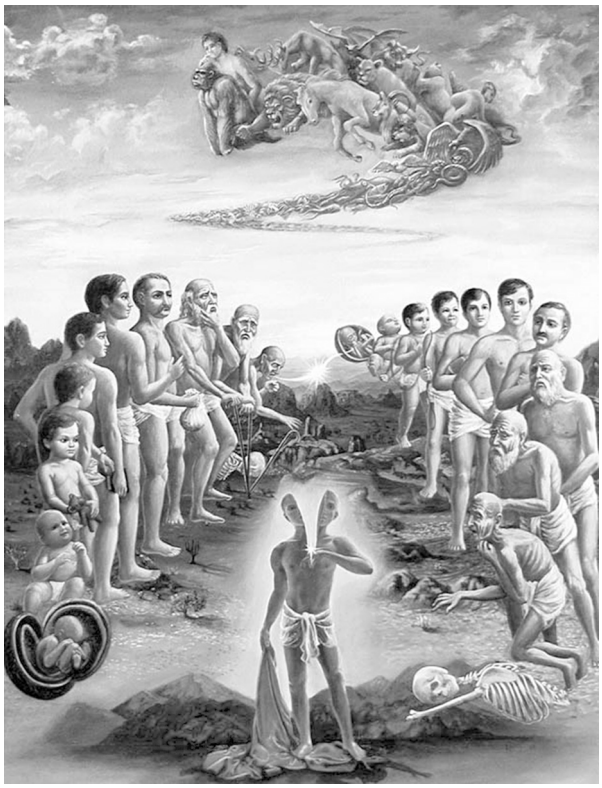

৫। যে ব্যক্তি এই জড়জগৎ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী, তার কখনই ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি অন্য সকলের উদ্বেগের কারণ হয়।

৬। একজন ভক্ত যখন অন্যদের প্রতি সহনশীলতা, করুণা, মৈত্রী ও সমতা প্রদর্শন করে, তখন শ্রীভগবান সেই ভক্তের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

৭। কেউ যখন শ্রীভগবানকে প্রসন্ন করে, সে তার জীবদ্দশাতেই এই জড়জগতের উদ্বেগকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে অন্তহীন চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাহক নবীকরণ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

হরেকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করুন। মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন'/পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার আপনি একজন গ্রাহক। আপনার গ্রাহক পদের মেয়াদ কি শেষ হয়ে গেছে বা বর্তমান / আগামী সংখ্যায় শেষ হচ্ছে? সেটি জানতে লক্ষ্য করুন —

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার খামে যেখানে আপনার নাম, ঠিকানা রয়েছে তাতে আপনার গ্রাহক নম্বরের পাশেই পত্রিকার গ্রাহক মেয়াদ কবে শেষ হবে বা শেষ হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে — যেমন, BDM-14225, Ex-40(06)-41(05)-এর অর্থ হল আপনার গ্রাহক নম্বর BDM-14225 এবং ৪০ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শুরু হয়েছে এবং ৪১ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে দেখে নিন কবে গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এই বিজ্ঞপ্তির নিচের দিকে লক্ষ্য রাখুন কোন্ সংখ্যাটি আপনার পত্রিকার মেয়াদের শেষ সংখ্যা।

মাসিক 'ভগবৎ-দর্শন' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ১০০ (একশ) টাকা এবং পাক্ষিক 'হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার' পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। আপনি মানি-অর্ডার করে উক্ত টাকা পাঠিয়ে পুনরায় এক বা একাধিক বছরের জন্য আপনার গ্রাহক পদে স্থিত থেকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিয়োজিত থাকুন। আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে বড় অক্ষরে লিখবেন এবং আপনার পোস্টাল পিন কোড উল্লেখ করবেন।

বিঃদ্রঃ - মানি-অর্ডার ফর্মের শেষ অংশে আপনার পূর্ণ নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, পোস্টাল পিন কোড লিখুন এবং আপনার গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করুন। হরেকৃষ্ণ !

গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোর ঠিকানা ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া-৭৪১৩১৩
ফোন ঃ ০৩৪৭২-২৪৫২১৭, ২৪৫২৪৫

যাদের গ্রাহকপদ নবীকরণ করা হয়েছে, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়।

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন ও হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার পত্রিকার গ্রাহক-ভিক্ষা			ক্যুরিয়ার সার্ভিস যোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা	রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্রিকা দুটির গ্রাহক-ভিক্ষা
১ বছরের জন্য	ঃ	১৫০ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৩০০ টাকা	২৮০ টাকা (এক মাস অন্তর)
৫ বছরের জন্য	ঃ	৬৭৫ টাকা	১ বছরের জন্য ঃ ৪৯০ টাকা	৪২০ টাকা (প্রতি মাসে)
১০ বছরের জন্য	ঃ	১৩০০ টাকা	পশ্চিমবঙ্গের বাইরে	

আগামী সংখ্যা শেষ সংখ্যা, নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

এটিই শেষ সংখ্যা, অবিলম্বে নবায়নের জন্য ভিক্ষা পাঠান।

আপনার ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী বিনিময় করুন।
আপনার জীবনের মহত্বপূর্ণ দর্শনচিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভুতি সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
আপনার লেখা প্রবন্ধ, কবিতা ও চিঠি আমাদের ই-মেল করুন

ভগবৎ-দর্শনের জন্য লিখুন

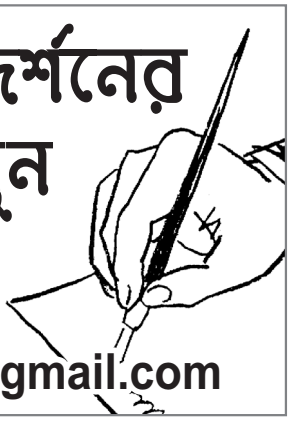

btgbengali@gmail.com

আরব ভূমিতে হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলনের প্রসার

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

অ্যাবডেনেশর ছয় বছর বয়স থেকেই একটি সহজাত হৃদরোগে কষ্ট পাচ্ছিল, কিন্তু সে তার শহরে এই রোগের সঠিক চিকিৎসা পায়নি। ভাল চিকিৎসা পাবার জন্য অনেক চেষ্টার পর তার পরিবার উন্নততর চিকিৎসা পাবার আশায় ফ্রান্সে চলে যায়। সেখানে তার হার্ট অপারেশন হয় এবং সে জীবন ফিরে পায়। ১৯৮৪ সালে প্যারিস রথযাত্রার সময় সে ইসকন ভক্তদের দেখা পেয়েছিল এবং স্থির করেছিল, একজন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী হিসাবে সে কৃষ্ণভাবনামৃত অভ্যাস করবে।

প্রায় এক দশক ধরে সে প্যারিসের নিউ মায়াপুর ফার্ম কমিউনিটিতে থেকে শ্রীল প্রভুপাদের পুস্তক বিতরণ করছিল। তার দীক্ষিত নাম আচার্যবান বাণী দাস, যিনি সম্পূর্ণভাবে তার আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করেছেন।

অভিযান শুরু

অ্যাবডেনেশর এবং তার ভক্ত বন্ধু মেহেন্নি যথাক্রমে আলজিরীয় এবং মরক্কো দেশীয় যাযাবর মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাঁরা বিভিন্ন মুসলমান দেশগুলিতে যেমন মরক্কো, তিউনিশিয়া এবং আলজেরিয়াতে বার বার ভ্রমণ করেছে ভগবান শ্রী চৈতন্যদেবের বাণী আরব এবং যাযাবর প্রজাপতিদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যাযাবর প্রজাতি মূলত উত্তর আফ্রিকার অধিবাসী।

১৯৯০ সালের নভেম্বরে এই দুই ভক্ত ফ্রান্সের নিউ মায়াপুর ফার্ম থেকে রওনা হন এবং স্পেনের মালাগায় একটি অনুষ্ঠানের জন্য পৌঁছান। মরক্কোতে প্রবেশ করার সময় তারা শুল্ক দপ্তরের পরীক্ষার ভয়ে ভীত ছিলেন কারণ তাদের সঙ্গে গাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদের আটশো বই লুকানো ছিল। একজন শুল্ক দপ্তরের অধিকর্তা তাদের জিজ্ঞাসা করেন গাড়ীতে কি আছে। অ্যাবডেনেশর অধিকর্তাটিকে কিছু বলেন এবং কৃষ্ণ তাদের রক্ষা করায় তারা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা একদিনের জন্য মরক্কোর উত্তর উপকূলে কিউটা নামক একটি স্পেনীয় শহরে অবস্থান করেছিল যেখানে অনেক ভ্রমণার্থী ছিল। সেখান থেকে তারা টিটোউয়ান নামক একটি ছোট শহরে যান। প্রথম দিন তারা যখন হরে কৃষ্ণ কীর্তন করছিল কিছু লোক তাদের মাদকাসক্ত বলে

বোধ করেন। যখন মেহেন্নি তাদের সঙ্গে কথা বলেন তখন তারা সন্তুষ্ট হয়ে বলে — 'হ্যাঁ হ্যাঁ সংকীর্তন করুন।' দুই দিন পর তারা ট্যানজিয়ায় যায় সেখানে তাদের সঙ্গে একজন আমেরিকান ভক্ত, নয়নাভিরাম প্রভুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সেখানে ইংরেজী শিক্ষা দেন। তিনি তাঁর স্কুলে প্রায় কুড়িজন ছাত্র নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মেহেন্নি এবং অ্যাবডেনেশর তাদের কৃষ্ণভাবনামৃতের সঙ্গে পরিচয় করান এবং প্রত্যেকেই একটি করে ভগবদ্ গীতা চায়।

তারা মরক্কোর রাজধানী রাবাতের রাস্তায় রাস্তায় এবং দোকানে পুস্তক বিক্রয় করেন। অ্যাবডেনেশর বলেন, কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি আগ্রহী অনেক ভালো লোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। যখন আমরা ভক্তিযোগের শিক্ষক হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলাম, তারা অবাক হয়ে বলল, 'এটাই আমাদের প্রয়োজন। কেন আপনারা এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন না?' রাবাত থেকে তারা কাসাব্লাঙ্কা যান। সেখানে লোকের চোখে লক্ষ্য করার মতো উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য ছিল। দুজন যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হয় এবং তাদের কীর্তন এবং প্রসাদের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কীর্তনের মাঝখানে একজন হঠাৎ উঠে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেন। এবং মৃদঙ্গ তুলে তা বাজাতে শুরু করেন। তার বন্ধু গীটারে হরেকৃষ্ণ সুর বাজাতে শুরু করেন। অ্যাবডেনেশর স্মরণ করেন, 'মনে হচ্ছিল যেন দুই প্রাক্তন ভক্ত ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছেন। তারা একটা পর্য্যন্ত কীর্তন এবং নৃত্য করতে থাকেন।'

তারপর তারা অ্যাবডেনেশরের পরিবার যারা মরক্কোতে আলজেরিয় সীমান্তের কাছে বাস করত, তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তার প্রায় সত্তরের বেশী ভাইবোন ছিল। তারা একটি কৃষ্ণভাবনামৃত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং দোকানগুলিতে পুস্তক বিতরণ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক উত্থানের কারণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই তারা যাযাবর সম্প্রদায়ের শহরগুলিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আলজেরিয়ার টিজিওজাও শহরে সকলে ফরাসী ভাষায় কথা বলত এবং দেখে মনে হল তারা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি উৎসাহী।

যখন আমরা ভক্তিযোগের শিক্ষক হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলাম, তারা অবাক হয়ে বলল, 'এটাই আমাদের প্রয়োজন। কেন আপনারা এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন না?'

আলজেরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য

কন্‌স্ট্যানটাইন শহরে একজন আলজেরিয় ভক্তের বাবা-মা এবং ভাই-বোনের সঙ্গে তাদের দেখা হলো। তারা দুঘন্টা ধরে কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাদের কাছে বলেন। প্রত্যেকেই প্রশংসার যোগ্য ছিল। যদিও সেখানে তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা করার ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য তারা ঐ স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা টিউনিশিয়ার রাজধানী

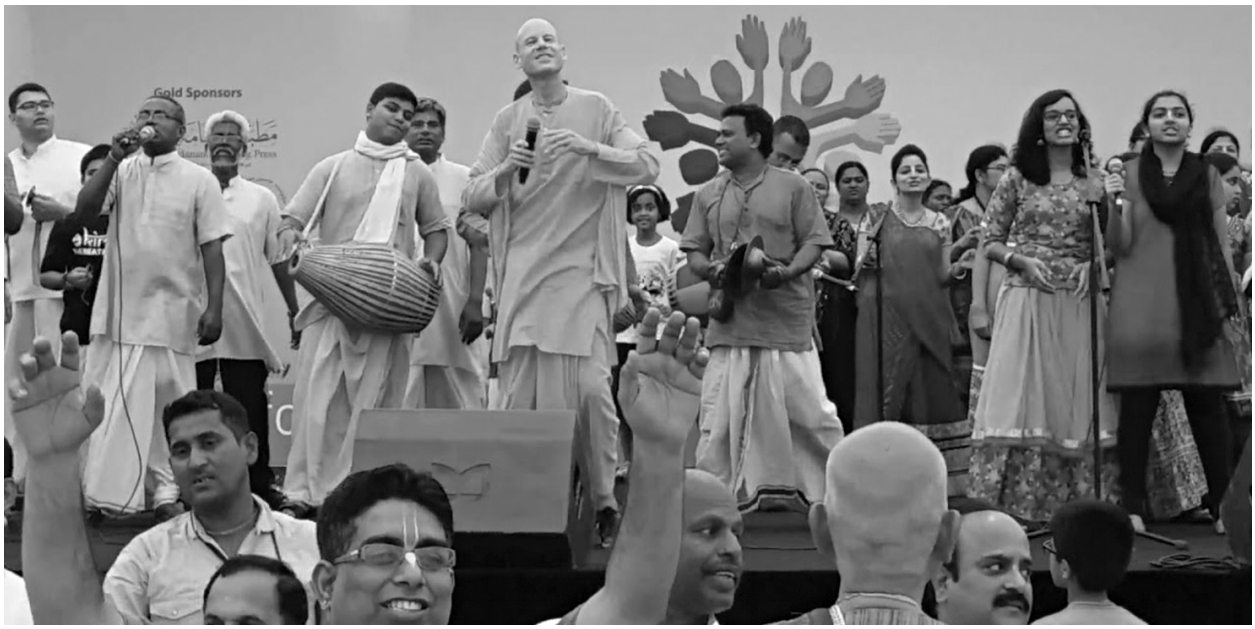

টিউনেসে যান। টিউনিসে সমস্ত দোকানে তাদের বইগুলি হু হু করে বিক্রয় হয়ে যায়। এই সমস্ত দেশগুলিতে তারা প্রায় চারশো বই বিতরণ করেন এবং কুড়িটিরও বেশী অনুষ্ঠান করেন।

পরবর্তীকালে তাঁরা ফ্রান্সে অ্যাসোসিয়েশন ডি ভক্তিযোগ (ইস্টার্ন সোসাইটি ফর ভক্তিযোগ) নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন যা উত্তর আফ্রিকার আরবভাষী দেশগুলিতে এবং ফ্রান্সে বসবাসকারী (ছয় লক্ষ) উত্তর আফ্রিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী প্রচার করবে।

তাঁরা ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে আসা আরব ছাত্রদের মধ্যেও কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন। তাঁরা 'আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা' বইটির অনুবাদ করেন এবং ব্যাপকভাবে বিতরণ করেন।

একটি গৌরবময় প্রস্থান

অ্যাবডেনেশরের হার্ট বহুবার তাঁর শরীরকে সমস্যায় ফেলেছে, বিশেষ করে শেষ তিন বছর যখন তাঁর স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে অবনতি হতে থাকে। শেষ দিনগুলিতে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাস করতেন। যদিও তাঁর অসুখ তাকে সক্রিয়ভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের অনুমতি দেয়নি, যেমন তিনি নব্বই'র দশকে করেছিলেন। তবুও তিনি উত্তর আফ্রিকার ভক্তদের সঙ্গে স্কাইপে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতেন। তিনি বলতেন, 'তুমি পছন্দ করো বা নাই করো এখন অথবা পরে তোমাকে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতেই হবে, কোন জোরের দ্বারা নয় কিন্তু এই কারণে যে, পতিত জীবাত্মাদের জন্য এটি একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পথ। আমি প্রকৃতপক্ষে অনুভব করি যে, আমি আশির্বাদ ধন্য কারণ, আমার এমন একটি অসুখ আছে যা আমাকে সবসময় মনে করিয়ে দিয়েছে যে, এই দেহ শীঘ্রই নিস্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং সেইজন্যই জীবনের শুদ্ধিকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন'।

২২শে ডিসেম্বর ২০১৫, ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার কিছুদিন আগেই তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে যান। আমরা আশা করি, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করে তাঁকে তাঁর প্রকৃত গৃহে, ভগবদ্ধামে নিয়ে গেছেন এবং তাঁকে একটি জ্ঞান আনন্দময় চিরনবীন চিন্ময় দেহে বাস করার অনুমোদন দিয়েছেন। আচার্যবানের পুত্র গৌরভক্ত দাস পিতার কথা অতি আনন্দের সাথে স্মরণ করেন, 'তাঁর সদ্য বিয়োগের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে শুনে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, বাবার বিশেষত্ব ছিল বৈষ্ণব সেবন এবং তাঁদের সন্তুষ্টিকরণ। আমি মনে করতে পারি যে, বহুবার তাঁকে দেখেছি বৈষ্ণব সেবার জন্য, তাদের যত্নের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সমস্ত কিছু করতে। এমনকি যখন তিনি ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন, তখনও তিনি চেষ্টা করতেন তাঁদের মহাপ্রসাদ দিয়ে সেবা করতে। শেষ তিন-চার বছরে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। বহুবার হাসপাতালে থাকা, বিভিন্ন অপারেশন এবং অন্যান্য শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর আদরের গৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেবা করেছেন'।

আমরা প্রার্থনা করি, আচার্যবান বাণী প্রভু একটি চিন্ময় দেহ লাভ করুন যা সকল কষ্ট রহিত এবং তিনি যেমন সর্বদাই চাইতেন তেমনি অক্লান্তভাবে নৃত্য কীর্তন করতে সক্ষম হোন।

পুরুষোত্তম নিতাই দাস কোলকাতা ইসকন ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই.বি.এম -এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত।

একটি ভ্রান্তরীতি

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামুলক গল্প হতে গৃহীত

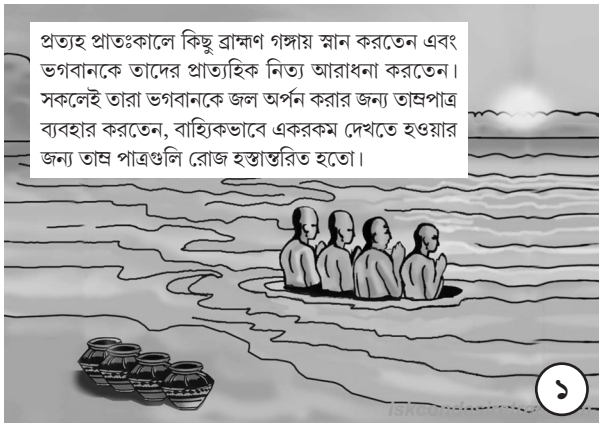

আমার তামার পাত্রটি অন্যদের থেকে আলাদা করে চেনার জন্য একমুঠো বালি এর মধ্যে রেখে দিই।

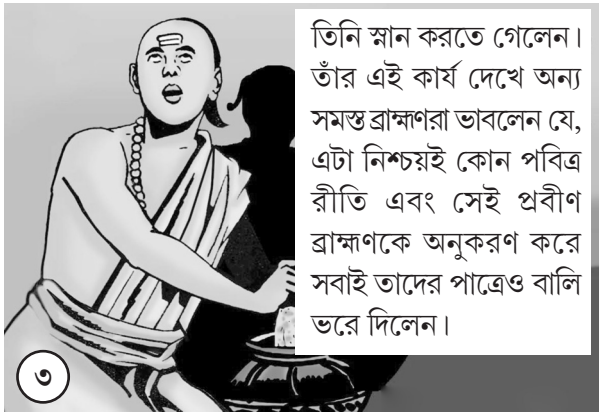

স্নান সম্পূর্ণ করে সেই প্রবীণ ব্রাহ্মণ নদী থেকে উঠে এলেন।

শুধুমাত্র অন্যকে অনুকরণ করে। যদি এরা এদের সাধারণ বুদ্ধিও প্রয়োগ করত তাহলে এরা এদের তামার পাত্রগুলি চিহ্নিত করার জন্য একই উপায় গ্রহণ করত না।

তাৎপর্য ঃ আধুনিক সমাজে ধর্মীয় আচরণের অভ্যাসগুলি ঠিক এই রূপ। শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক আচার আচরণে এত রীতিনীতি আছে যে, অধিকাংশ মানুষই এদের যথার্থতা এবং সত্যতা বিচার না করেই অন্ধের মতো অনুসরণ করে।

ভগবান নিত্যানন্দ সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং তার কোন চাহিদা নেই। যারা চাহিদার দ্বারা পীড়িত তাদেরকে দরিদ্র বা ভিখারী বলা হয়। জীবাত্মারা যে ত্রিতাপ ক্লেশ দ্বারা জর্জরিত দরিদ্রতা তাদের মধ্যে একটি। পরমেশ্বর ভগবান কখনোই তিনটি গুণ দ্বারা প্রভাবিত হন না। কোন দরিদ্রতা অথবা চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হন না।

কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা না বুঝেই প্রায়ই একটি ভ্রান্ত রীতি অনুসারে ভিখারীকে দরিদ্র নারায়ণ বলে থাকে, দরিদ্র নারায়ণ শব্দটি আধুনিক ব্যবহারে উদ্ভাবিত হয়েছে।

কিছু মানুষ তর্ক সাপেক্ষে বলতে পারে যে, ভগবান নারায়ণ একজন ভিখারী নাও হতে পারে কিন্তু তিনি সকল জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন এই জনপ্রিয় শব্দটি তাকে স্মরণ করার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছে। এই তর্কটির ভিত্তিও একটি ভ্রান্ত ধারণা। বিষয়টি হলো যে, ভগবান নারায়ণ কখনোই দারিদ্র পীড়িত নয় এবং কোন জীবাত্মা কোন অবস্থাতেই ভগবান নারায়ণ হতে পারে না।

জীবের ক্লেশের কারণ ও তার নিবারণ

শ্রী জয় শ্যামসুন্দর দাস

এই প্রপঞ্চে প্রতিটি জীব তা সে মনুষ্যস্তরে, পশুস্তরে, কীট পতঙ্গ যেই স্তরে থাকুক না কেন, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট পেয়ে থাকে। পশু, জন্তু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ এদের বাদ দিয়ে মানুষের ক্লেশ নিয়েই আলোচনা করা যাক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, কেউ হঠাৎ সম্মান, অর্থ, পুরস্কার যেমন লাভ করে, তেমনই আবার তিরস্কার, অর্থদন্ড, অসম্মান, হানিকর পরিস্থিতিও লাভ করে। যখন আমরা কোন কিছু ভালো জিনিস প্রাপ্ত হই তখন কিছু মনে করি না, কিন্তু খারাপ কোন কিছু প্রাপ্ত হলেই একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায় কেন এইরূপ হলো। তখন মানসিক জল্পনা-কল্পনার ওপর ভর করেই সবার কাছে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করি, আর বলতে থাকি বিধি বোধ হয় বামে অবস্থান করছে। জ্যোতিষীরা বলেন তোমার রাহুর দশা চলছে। সময় খারাপ যাচ্ছে। এভাবে তোমার এত বৎসর এত মাস চলতে থাকবে। দশা পরিবর্তনের জন্য বহু স্টোন, কবচ প্রভৃতি প্রতিরক্ষা হিসাবে নিয়ে থাকি তথাপি কতটা আমরা খারাপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে ভালোতে আসতে পারি সে ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। সমাজে একশ জনের একশ জনই এইরূপ ক্লেশে ভুগতে থাকে। আশু সমাধানের জন্য যে যে বিষয় সমাধান সূত্র হিসাবে বেছে নিয়ে রঙীন ডানার ওপর ভর করে এগিয়ে চলে তা শেষে অধিক হতাশা ও উদ্বেগের মধ্যে নিমজ্জিত করে। নিজেকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর সবাইকে এমনকি ভগবানকে পর্যন্ত দোষারোপ করা শুরু করি। সবাই না হয় দেখতে পায় না, কিন্তু ভগবান যিনি সমস্ত চরাচরের মালিক তিনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমার অবস্থার কথা, না তাঁর চোখ নেই অথবা তিনি হয়তো আমার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, তাই আমার প্রতি দৃষ্টি দেন নি। আজকের সমাজে কি ধনী, কি গরীব, কি রাজা, কি প্রজা, সবাই কিন্তু এভাবে একজনের ওপর বা অন্য কারো ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেকে বাহবা দিতে চায়, কিন্তু কেউই ভাবে না, আমার ক্লেশের জন্য আমি নিজেই দায়ী। ইহ জীবনে বা পূর্ববর্তী জীবনে এমন কিছু অপরাধ জনক কাজ করেছি যার ফলে একের পর এক কেবল দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি।

যখন আমরা কোন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারবাবুর কাছে যাই, তখন তিনি আমাদের অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন একটু অন্যভাবে। যেমন আপনি কি খেতে ভালোবাসেন? ঝাল না মিষ্টি, গরম ভালোবাসেন, না ঠান্ডা? প্রভৃতি প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি আমাদের ধাত জানার চেষ্টা করেন, কারণ তিনি রোগীকে ধাত অনুযায়ী ঔষধ প্রদান করেন। যেটা হলো রোগের মূল কারণ। সেরূপ আমাদের ক্লেশের মূল কারণ যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা অপরকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকব। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক ব্যক্তি জাপানে বেশ কয়েক বৎসর সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি বহু কন্যার বিবাহের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন, দরিদ্রদের বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দান করে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জাপানের কয়েকটি গ্রামের লোকেরা ওই ভদ্রলোককে যথাযোগ্য সম্মান করতেন এবং ভাবতেন এমন মহৎ ও উদার লোক পৃথিবীতে সত্যিই বিরল। আমরা খুব ভাগ্যবান এমন সৎ ও দানশীল ব্যক্তি আমাদের কতভাবেই না সাহায্য করছে। এভাবে বেশ কয়েক বছর চলার পর একদিন হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ সি.আই.ডি. সমেত সেই আপাত সৎ ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করেন। যে যে গ্রামের লোকেদের সাহায্য করতেন সেই সেই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এসে এরূপ শান্তশিষ্ট, ভদ্র, সৎ ও উদারপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যিনি সি.আই.ডি. ছিলেন তিনি ঐ সৎ ভদ্রলোকের লম্বাচুল ও দাড়িযুক্ত একটি ছবি দেখিয়ে বলেন যে, ইনি ফ্রান্স শহরের একজন কুখ্যাত সোনা চোরাচালানকারী। ফ্রান্সে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ছদ্মবেশে দাড়ি চুল কামিয়ে আপনাদের কাছে সৎ, ভদ্র ও উদার বেশে ঘোরাঘুরি করছে। আমরা সরকার থেকে অনেক চেষ্টা করেও আগে ধরতে পারিনি, এখনই ধরলাম। সবাই চুপ হয়ে গেলেন, অপরাধীকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলে গেলেন। এভাবে

যেমন একদেশে পাপ করলে অন্যদেশে ধরা পড়ে, তদ্রূপ এক জীবনের পাপ অন্য জীবনে ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনি আজকে পোষ্ট অফিসে টাকা ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলেন, নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর দ্বিগুণ পাবেন। অর্থ যেমন আপনাকে অর্থ প্রদান করে খুশীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেরূপ অনর্থ বা পাপময় কর্মের ফল ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুটোই সঠিক সময়ে খারাপ ভালো ফল প্রদান করে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, 'আমার জীবন সদা পাপে রত, নাহিক পুণ্যের লেশ, পরেরে উদ্বেগ দিয়েছি যে কত দিয়েছি পরেরে ক্লেশ।' ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায় আমাদের জীবন পাপে পরিপূর্ণ হয়েছে কেবল অপরকে তা মানুষ হোক বা পশু হোক জীব মাত্রকেই ক্লেশ প্রদান করার জন্য, অপরকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা দেওয়া, অপরকে কষ্ট দেওয়া ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটের মতো সময়ে ক্লেশ প্রদান করে। আমি যদি নিজের নামের ঠিকানায় একটি টাইম ব্যোম কুরিয়্যার সার্ভিসে পাঠাই, সেটি টাইমে নিজের কাছেই বিস্ফোরিত হবে। এই যে আমরা লঘুগুরু জ্ঞান না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো অপরকে কটু কথা বলি, শাস্তি দিই, দুর্ব্যবহার করি, হত্যা করি, তার মাশুল স্বরূপ আমাকে এজীবনে বা পরবর্তী জীবনে দুঃখ কষ্ট পেতে হবেই হবে। উপরে থুতু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে।

আমি যদি কাউকে তর্জনি অঙ্গুলি দেখিয়ে শাসাই, বৃদ্ধাঙ্গুলি উল্টে আমাকে শাসাবে, 'তুমি কি অপরকে দেখে নেবে, তোমাকে আমি দেখব।' বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, অনেকেই তাদের গুরুজনদের কঠোর ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে শাসন করতে থাকে। এতে আমাদের বাচিক পাপ হয়। আবার দেহ দিয়ে মানুষ বা জীব-জন্তুদের হত্যা করলে কায়িক পাপ হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই বলেছেন কেবল নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দয়াহীন, স্বার্থপর হয়ে অপরকে কেবল ক্লেশ দিচ্ছি, আর তারই পরিণাম স্বরূপ আমরা দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু পরিস্থিতির জন্য অপরকে দোষারোপ করছি। নিজেকে করছি না। নিউটনের তৃতীয় সূত্র — 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।' তাই আমরা অপরকে যে পরিমাণ ক্লেশ বা উদ্বেগ প্রদান করবো, সেই পরিমাণ বা তারও বেশী ক্লেশ আমাদের প্রাপ্ত হতে হবে, এটা ভালো করে মনে রাখা উচিত। আমাদের অনেকের প্রশ্ন যে, এই জীবনে তো কেউ ভালো কাজ করছে তাহলে সে এত ভালো সত্ত্বেও ক্লেশ পাচ্ছে কেন? সব উত্তর একই পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফল। এখন প্রশ্ন পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফল কিভাবে খন্ডন করা যায়?

অনেকেই তাদের গুরুজনদের কঠোর ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে শাসন করতে থাকে। এতে আমাদের বাচিক পাপ হয়।

উত্তরে বলা যায়, পূর্ববর্তী জীবনের কর্মফল, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অগণিত সংস্কার আমাদের মনের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। বর্তমান ও পূর্ববর্তী জীবনের কামনা-বাসনা ও আচার অভ্যাস মনেই প্রোথিত থাকে। এই সুপ্ত অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষাগুলি জাগরিত হয়ে মানুষকে বিশেষভাবে কর্ম ও আচরণ করতে প্রণোদিত করে। মনে সংস্কার বশে মন থেকেই অবিচ্ছিন্ন স্রোত ধারায় চিন্তারাজি ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে আমরা বিচলিত হয়ে কুকর্ম করি যা ইহজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধান্যক্ষেত্রে যেমন আগাছা ভূমি থেকে মূল সমেত উপড়ে ফেলে দিয়ে ধান্যক্ষেত্রকে সাবলীল রাখা হয়, তদ্রূপ মন থেকে জড় চিন্তারাশি উৎপাটিত করা উচিত। তাহলে আমাদের উচিত মনকে ধীরে ধীরে এমনভাবে সুশিক্ষিত করে তোলা যাতে করে মনের মধ্যে কোন প্রকারে জড় বাসনারূপ চিন্তারাশি প্রবেশ করতে না পারে। অর্জুন ভগবানকে মন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন, যে মন

বায়ুর থেকেও চঞ্চল। বায়ুকে তবু নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু মনকে করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আদেশ দিলেন। প্রথমে ভগবান স্বীকার করলেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই কঠিন, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তা সম্ভব। আমাদের ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল প্রভুপাদ মনকে প্রশমিত করার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন তা শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেলেন অর্জুনকে, 'সততং কীর্তয়ন্তো মাং' অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন করা, সেই কথাই যথাযথ ভাবে বলেছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে মনকে দুর্দান্ত অবস্থা থেকে প্রশমিত করা সম্ভব। মহাপ্রভু বলেছেন, 'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' সদা সর্বদা হরিনাম কীর্তন করার কথা। কলিযুগে অর্থাৎ কলহের যুগে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, 'কৃষ্ণনাম সুধা করিয়া পান', কৃষ্ণনাম অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের কথাই বলেছেন। যদি অবিচলিত, অবিশ্রান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করা যায়, তাহলে আমাদের মন শুদ্ধ হয়ে উঠবে। মনের সাথে বুদ্ধি ও অহঙ্কার শুদ্ধ হয়ে উঠবে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেবল হরিনাম কিভাবে আমাদের অজস্র চিন্তাধারা পরিবাহিত মনকে প্রশমিত করতে পারে! আমাদের জানা উচিত নাম চিন্তামণি স্বরূপ। চিন্তামণির কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। সেরূপ অবচেতন মনের চিন্তারাশি প্রশমিত করার জন্য নাম প্রভুর নিকট আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। কারণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ যা গোলোকের প্রেমধন, কিন্তু মন হচ্ছে জড় বস্তু যাকে স্পর্শ করা, দেখা বা ওজন করা একেবারেই অসম্ভব। অনেকের স্মৃতি শক্তি খুব দুর্বল। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা বা অনুশীলনের

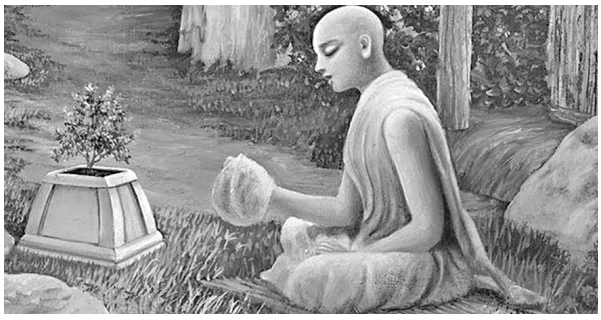

মাধ্যমে সে শক্তিশালী স্মৃতি শক্তির অধিকারী হতে পারে। প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, মনকে টানবে মায়া যা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি কিন্তু নাম অন্তরঙ্গা শক্তি। উভয়ের যুদ্ধে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গতা শক্তিই কার্যকরী হবে। কারণ মায়া শক্তি কৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু কৃষ্ণনাম কৃষ্ণ স্বয়ং। প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিদিন বৃন্দাদেবীর নিকট বসে মালাতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে অতি শীঘ্রই জপকারী পূর্ববর্তী পাপময় জীবন থেকে এবং বর্তমান পাপ করার বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারবে। অন্য কোন কিছুকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল নামকে গুরুত্ব দিতে হবে। আগুনের দাহিকা শক্তি যেমন বিরাট অরণ্যকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে, তদ্রূপ নামের দাহিকা শক্তি মনের চিন্তারাজিকে তথা পূর্বজীবনের পর্বত প্রমাণ পাপকে ভস্মীভূত করে দিতে পারে। বাজারের কোন বীজ কিনে আনেন বাড়ীতে ওই বীজের মাধ্যমে চারাগাছ করার জন্য। কিন্তু যদি বীজ সেদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আর তার থেকে চারাগাছ জন্মাবে না। তাই পাপময়রূপ বীজ চারাগাছে পরিণত হতেই পারে না যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দাহিকা শক্তি ঐ বীজকে সেদ্ধ করে দেয়। সুবুদ্ধি রায়কে সম্রাট হুশেন শা কোরবার জল খাইয়ে জাতচ্যুত করেছিলেন। সমাধানের জন্য ব্রাহ্মণগণ বলেছিলেন তপ্ত ঘি পান করে মৃত্যুবরণ করতে, কেউ বলেছিলেন অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু মহাপ্রভু সহজ সূত্র দিয়ে বলেছিলেন, কলিযুগের ক্ষেত্রে মহাপাতকীর একমাত্র বিধান হচ্ছে হরিনাম। শ্রীমহাপ্রভু বলেছিলেন,

এক কৃষ্ণ নামে সব পাপ যাবে,
আর এক কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণপ্রেম পাবে।
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই প্রকার স্থিতি,
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি।

কেউ যদি মহাপাতকীও হয় তথাপি কৃষ্ণনামই একমাত্র বিধান। জগাই-মাধাই এত পাপী ছিলেন যে, চিত্রগুপ্ত তাঁর ডায়েরিতে জায়গা পাননি সমস্ত পাপ লিখে রাখতে। অজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথন থেকে বুঝে নিয়েছিলেন কি করা উচিত। তিনি নামকে আশ্রয় করেই উদ্ধার লাভ করেছিলেন।

অতএব শ্রীল প্রভুপাদ সারা বিশ্বব্যাপি হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের পাপীতাপী দুরাচারীদের শুদ্ধভক্তে পরিণত করেছেন। আমরা যদি সেই আদেশ শিরোধার্য করে চলি তাহলে আমরা পাপ তো দূরের কথা — চারটি বিধি নিষেধ যথা আমিষ আহার, দূত ক্রীড়া, অবৈধ সঙ্গ এবং নেশা প্রভৃতি বর্জন করার মাধ্যমে সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে আন্তরিক উৎসাহের সহিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারা ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের পথকে সুগম করতে পারি।

শ্রী জয় শ্যামসুন্দর দাস প্রায় ২০-২৫ বৎসর ইসকনের সঙ্গে যুক্ত। নামহট্ট প্রচার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বিভিন্ন জেলায় সেমিনার করেন। বর্তমানে ২৫০টির বেশী নামহট্ট পরিচালনা করেন। চক্রসেনাপতি, উপচক্রসেনাপতি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের দ্বারা, পূজ্যপাদ পরম দয়াল প্রভু, যিনি পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রচারক তাঁর আনুগত্যে প্রচার করেন।

শৈশবে কৃষ্ণ-বলরাম

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

দুরাচারী কংসের কারাগারে বন্দী হয়ে দুঃখিত চিত্তে দেবকী-বসুদেব জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তাঁদের নবজাত ছয়টি সন্তানকে কংস মেরে ফেলেছে। তারপর সপ্তম গর্ভে শ্রীবলরাম আসেন। ভগবতী যোগমায়া সবার অলক্ষ্যে বলদেবকে আকর্ষণ করে গোকুলে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। তখন সবাই মনে করল দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। তারপর বসুদেব দেখেন অত্যন্ত উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করল, তারপর সেই জ্যোতি গিয়ে দেবকীর হৃদয়ে প্রবেশ করল। তারপর কারাবন্দী দেবকীর দিব্যরূপ প্রকাশিত হল। কংস তখন দেবকীকে দেখে বুঝল যে, আগে কখনও দেবকীকে এত সুন্দর দেখিনি, এখন নিশ্চয়ই ওর গর্ভে সুন্দরতর কিছু বিরাজ করছে, হয়তো আমার কালমৃত্যু জন্মাবে। সে ভাবল, এখন দেবকী আমার তত্ত্বাবধানে আছে। এই সময় যদি তাকে হত্যা করি তবে আমার সমস্ত সুনাম নষ্ট হবে। গর্ভবতীকে হত্যা করলে আমার সমস্ত পুণ্য ও আয়ু নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়াও, যে মানুষ অত্যন্ত হিংস্র নির্দয়, সে জীবিত অবস্থায়ও মড়ার মতোই। সে বেঁচে থাকলেও মানুষের ভালোবাসা পায় না, মরে গেলেও মানুষ তাকে অভিশাপ দিতেই থাকে। তাই এখন প্রতীক্ষা করা যাক।

গোকুলে রোহিণী দেবীর কোলে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা দিবসে বলরাম আবির্ভূত হলেন। তারপর দশদিক শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল। নগর গ্রাম গোচারণভূমি এবং সকলের হৃদয়ে সবরকমের শুভ ইঙ্গিত দেখা যেতে লাগল। জলে পূর্ণ হয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হতে লাগল। সরোবরগুলো পদ্মফুলে শোভিত হলো। বনভূমি নানা রকম সুন্দর সুন্দর পাখির কূজনে ভরে উঠল। ময়ূর-ময়ূরী আনন্দে নাচতে লাগল। পাতা, ফুল, ফলে বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ হলো। ফুলের সুমধুর গন্ধ বয়ে নিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল। গোকুলে ব্রজরাজ নন্দ এবং তাঁর পত্নী যশোদা সর্বজনের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সবার অন্তরে একটু দুঃখ ছিল যে, তাঁদের বয়স হয়ে গেলেও তাঁদের কোন সন্তান জাত হয়নি। সেইজন্যে গোকুলবাসী বহুলোক নন্দ-যশোদার সন্তান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বারব্রত ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা নিবেদন করত।

একদিন ভাদ্র মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি বুধবারে যশোদা দেবী প্রসব বেদনা অনুভব করেন। তখন দুপুর রাত। যশোদার কোলে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি পুত্র ও একটি কন্যা।

একই সময়ে কারাগার মধ্যে দেবকী বসুদেব অনুভব করলেন তাঁদের অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু সেই অদ্ভুত শিশুটি চতুর্ভুজ। তাঁর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারন করে আছে। তাঁর বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তভ হার, পরণে হলুদ বসন, গায়ের রঙ উজ্জ্বল জলভরা মেঘের মতো, তার মাথায় বৈদুর্য মণি খচিত মুকুট, সারা শরীরে নানা মহামূল্য মণিরত্ন অলংকার শোভিত। তাঁর মাথায় ভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুল।

তাঁকে দেখে দেবকী বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন, ইনি সাক্ষাৎ ভগবান। তাঁরা হাত জোড় করে তাঁর স্তবস্তুতি করতে লাগলেন।

ভগবান বললেন, হে মাতঃ, হে পিতা, দেবতাদের গণনা অনুসারে বারো হাজার বছর ধরে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে আপনারা কঠোর তপস্যা করেছিলেন আমাকে পুত্ররূপে লাভের জন্য। প্রবল বৃষ্টি, প্রচন্ড গ্রীষ্মতাপ, ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করে, কেবল গাছের ঝরাপাতা খেয়ে আপনারা জীবন ধারণ করেছিলেন। আমি সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে বললাম, কি চান। আপনারা অন্য প্রার্থনা না করে কেবল আমাকে পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন। তারপর আমি তিনবার আপনাদের পুত্ররূপে এলাম। যখন আপনারা পৃশ্নি ও সুতপা ছিলেন আমি পৃশ্নিগর্ভ হলাম। পরবর্তীতে আপনারা অদিতি ও কশ্যপ হলেন, আমি বামন রূপে জন্মালাম। এখন আপনারা দেবকী ও বসুদেব, এখন আমি কৃষ্ণ রূপে এসেছি। এখন আমাকে নিয়ে আপনারা কংসের ভয়ে ভীত। তাই আমাকে গোকুলে নন্দ-যশোদা

ভবনে রেখে দিন। আর যোগমায়া তাঁদের কন্যারূপে জন্মেছে, তাকে এখানে নিয়ে আসুন।

ভগবান নিজেকে একটি সাধারণ ছোট্ট শিশুরূপে পরিণত করলেন। তখন ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথির দুপুর রাত। কারাগারের অনেকগুলো লোহার দরজা বা গেট ছিল। যোগমায়ার প্রভাবে দেবকী-বসুদেবের হাত-পায়ের শেকল খুলে গিয়েছিল। গেটগুলোও খুলে গিয়েছিল। প্রহরীরা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তখন রাত্রি দিবালোকের মতো মনে হয়েছিল। বসুদেব অতি সহজেই বাচ্চাকে নিয়ে বাইরে চলে এসেছিলেন। যমুনার জলের মধ্যে একটা শেয়াল হেঁটে হেঁটে নদী পার হলো, তা লক্ষ্য করে বসুদেবও পুত্রকে নিয়ে পার হতে লাগলেন। কিন্তু মাঝ যমুনায় পুত্র জলের মধ্যে হারিয়ে গেল। হাতড়িয়ে পুত্রকে পেলেন। শিশুপুত্রটি

স্বাভাবিকভাবেই ছিল। প্রচন্ড বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু পুত্রটি আর ভিজছিল না, কেননা অনন্তদেব ছাতার মতো করে ফণা তুলে শিশুটিকে রক্ষা করছিল।

বসুদেব গোকুলে যশোদা ভবনে গিয়ে দেখলেন দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে নিদ্রাচ্ছন্ন যশোদার পাশে শিশুকন্যার পাশে পুত্রকে রেখে যশোদার কন্যাকে নিয়ে পুনরায় কারাগার মধ্যে ঢুকে নিজেদের শেকলে বাঁধলেন। তখন শিশুকন্যা কেঁদে উঠলে কংস সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত গতিতে কারা মধ্যে এসে পৌঁছাল। যম জন্মেছে ভেবে শিশুকন্যাটি তুলে নিয়ে কংস যেই আছাড় দিতে উদ্যত হলো অমনি হাত ফসকিয়ে গিয়ে কন্যাটি অষ্টভূজা দুর্গারূপ ধারণ করে বলল, মূর্খ কংস, তোকে যে বধ করবে সে অন্যত্র জন্মেছে। তুই বৃথা হিংসা করে আমাকে আছাড় দিতে চাচ্ছিস, দেবকী-বসুদেবকে অনর্থক কষ্ট দিচ্ছিস। এই বলে মায়াদেবী অদৃশ্য হলে কংস হতভম্ব হলো।

গোকুলে যশোদা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। যখন ঘুম ভাঙল, তিনি দেখলেন তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। রোহিণীর আটদিনের শিশুপুত্রটির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা যেত না। সে জড়বৎ ছিল। মা রোহিণী তাকে জোর করে স্তনপান করাতেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে সে কান্না করতে লাগল। মা রোহিণী তাকে কোলে তুলে নিয়ে যশোদার ঘরে ঢুকলেন। যশোদার পুত্র জাত হয়েছে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। রোহিণী তার নিজপুত্রকে সেখানে রাখলে সে যশোদা পুত্রকে স্পর্শ করে শান্ত হলো। রোহিণীর চেষ্টায় অন্যান্য জায়েরা দৌড়ে আসেন। নন্দ মহারাজ এক পতিপুত্র যুক্তা ধাত্রীকে ডেকে আনেন।

সেই ধাত্রী অবাক হয়ে বলল, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা। হে মহারাজ, অন্যান্য নাভিহ্রদে কেবল নাল বা পদ্মদন্ড দেখা যায়, পদ্মখন্ড দেখা যায় না। কিন্তু এখানে নাভিহ্রদে পদ্মখন্ডই দেখা যাচ্ছে, নাল দেখাই যাচ্ছে না। কোনও কোনও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁরা সে কথা শুনে বললেন, হে নন্দ মহারাজ, আপনার ধর্ম অত্যন্ত নির্মল। তাই কোনও অশৌচ ব্যাপার নেই। মুনিরা বলে যে, নাড়ী ছেদন হলেই অশৌচ এসে উপস্থিত হয়। ধাত্রী নন্দরাজকে শিশুর হাতে ও পায়ে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধ্বজ প্রভৃতি মঙ্গলচিহ্ন দেখাতে লাগলেন।

নন্দরাজের এক অপূর্ব সুন্দর পুত্রজাত হয়েছে শুনে অসংখ্য নরনারী সানন্দে নানা উপহার নিয়ে নন্দভবনে আসতে লাগল। ব্রাহ্মণ, স্তাবক, ভাট, গায়ক, নর্তক প্রভৃতিরাও। নন্দমহারাজ অসংখ্য ধেনু, অসংখ্য বস্ত্র, অলংকার, দান করলেন। লক্ষ লোক সমাগমে লক্ষ লক্ষ দান কার্য দর্শন করে সবার চোখ আশ্চর্যভাব ধারণ করল।

পুত্র জন্ম উৎসবের পর নন্দ কংসরাজের কাছে কর দেওয়ার জন্য গেলেন। এদিকে কংস দেবকী-বসুদেবকে কারামুক্ত করেছিলেন এই জন্যে যে, মহামায়া বলেছিলেন, কংসের বধকর্তা অন্যত্র জন্মেছে। নন্দ ও তার সখা বসুদেবের সাক্ষাৎ হলো। বসুদেব জানতেন নন্দভবনে তাঁর পুত্রটি রয়েছে। নন্দের কন্যাটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। নন্দ জানতেন তাঁর নিজের পুত্রটি এবং বসুদেবের পুত্র (বলরাম)টি গোকুলে আছে। বসুদেবের অষ্টম সন্তান কন্যাটি অদৃশ্য হয়েছে।

পরস্পর প্রীতি সৌহার্দ্যবশতঃ আলিঙ্গন করার পর সংক্ষিপ্ত কথা প্রসঙ্গে তুলে বসুদেব নন্দমহারাজকে বললেন, শীঘ্রই গোকুলে ফিরে যাও, দুষ্ট কংসের অনেক মায়াবী অনুচর সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কংস মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে আশে পাশের গ্রামগুলিতে যত বাচ্চা একমাসের মধ্যে জন্মেছে সৈন্য পাঠিয়ে তাদের মেরে ফেলতে বদ্ধপরিকর।

নন্দমহারাজ গোকুলে ফিরে এলেন। সেদিন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে। কংসের ধর্মবোন পূতনা রাক্ষসী অত্যন্ত সুন্দরী রূপ ধারণ করে যশোদা ভবনে ঢুকে যশোদা পুত্রকে কোলে নিয়ে বিষমাখানো স্তন পান করালো। স্তনপান করতে

করতে শিশুটি পূতনার প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছিল। তখন বিকট চিৎকার করে রাক্ষসীটি আকাশে উড়ে গিয়ে মাঠে গিয়ে মরল। গোকুলবাসীরা শিশুটিকে পূতনার বুক থেকে সরিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে বাচ্চার শান্তি স্বস্ত্যয়ন করল। কৃষ্ণ যখন সাতদিনের শিশু সেই সময় পূতনাকে মেরেছিল।

তার কয়েকদিন পরে বাচ্চাকে মা যশোদা শুইয়ে দিয়ে কাজকর্মে ব্যস্ত হলে এক মায়াবী অসুর শকটে (থালাবাসন বোঝাই করা গরুটানা গাড়ীতে) ভর করে বাচ্চাকে চাপা দিয়ে মারতে চাইছিল। বাচ্চা তার শিশুসুলভ পা ছড়াতে ছড়াতে শকটে এমন লাথি মারল যে, শকটটি অনেক উঁচুতে উঠে ধপাস করে পড়ল। সমস্ত হাঁড়ি কুঁড়ি থালা বাসন চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। মায়াবী মারা গেল। কিন্তু রহস্যটা কি, লোকে বুঝতে পারল না, কেবল তারা দেখল তাদের বাচ্চাটি অক্ষত ও স্বাভাবিক আছে।

তার কয়েক দিন পর তৃণাবর্তাসুর অতি প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি করে বাচ্চা কৃষ্ণকে আকাশে তুলে নিয়ে গেল। বাচ্চা কৃষ্ণ সেই অসুরের গলাটি কোমল হাতে ধরেছিল। তাতে অসুরের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায়, আকাশ থেকে মাটিতে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে মরল। ঘটনাস্থলে বাচ্চা খেলা করতে দেখে লোকেরা দৌড়ে এসে বাচ্চাকে তুলে নেয়। গোকুলবাসীরা বলতে লাগল, তাদের কোনও পুণ্যকর্মফলে সমস্ত ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে ওই বাচ্চাটিকে তারা ফিরে পেয়েছে।

তারপর একদিন গর্গমুনি এসে বললেন, হে নন্দমহারাজ, ভয় করবেন না। আপনাদের অনেক তপস্যা, অনেক পুণ্যের ফলে এরকম সন্তান পেয়েছেন। কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। বসুদেব আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ওই শিশুদের ভবিষ্যৎ বিচার ও নামকরণ করতে। যেহেতু কংসের অনুচর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই আমি গোপনে এসব করতে চাই। নিরিবিলিতে নামকরণ অনুষ্ঠান হলো। রোহিণীর পুত্র নিজগুণে সুহৃদবর্গকে রমন বা আনন্দ দান করবে তাই তার নাম 'রাম'। ভবিষ্যতে অমিত বলশালী হবে, তাই অন্য এক নাম 'বলদেব'। আপনাদের পরিবার এবং যদুবংশকে এই শিশু অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ও আকর্ষণ করবে, তার অপর এক নাম 'সংকর্ষণ'। যশোদাপুত্রের নামকরণে গর্গমুনি বললেন, এই বালক কখনও শুক্লবর্ণ, কখনও রক্তবর্ণ, কখনও পীতবর্ণ ধারণ করে। এখন কৃষ্ণবর্ণ। তাই নাম 'কৃষ্ণ'। এই শিশু আগে বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিল, তাই অন্য নাম 'বাসুদেব'। আরও লীলা অনুসারে ওর নানারকম নাম হবে। কথা প্রসঙ্গে মুনিবর বললেন, ওই দুই বালকের কর্ণ বেধ ও চূড়াকরণ করারও দরকার নেই। দেখুন, ওদের দুইজনের দুইকানে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ওদের দুজনের মাথায় চুলও অতিসূক্ষ্ম। এই বালকেরা আপনাদের অনেক শ্রীবৃদ্ধি করবে। সবার মঙ্গল প্রদান করবে। আপনারা ওদের সযত্নে পালন করুন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই কৃষ্ণ ও বলরাম হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। তাদের মায়েদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। দুই বালকের পায়ে নুপুর আর কোমরে ঘুঙুরের মধুর শব্দ হতো। তাদেরকে মায়েরা সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেও তারা ধুলোকাদা মেখে ফেলত। তবুও অত্যন্ত মধুর রূপ দুই শিশুকে দেখতে দেখতে দর্শনার্থীদের চোখ জুড়িয়ে যত। শিশু দুটির স্বভাব এক, দেখতে এক। কেবলমাত্র একজন দুধের মতো সাদা, আর একজন উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণ। এই দুই বালককে সারা গোকুলের অবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিন দেখতে ইচ্ছা করত। কমপক্ষে সারাটা দিনে একবার না দেখে লোকে ধৈর্য ধরে থাকতে পারতই না।

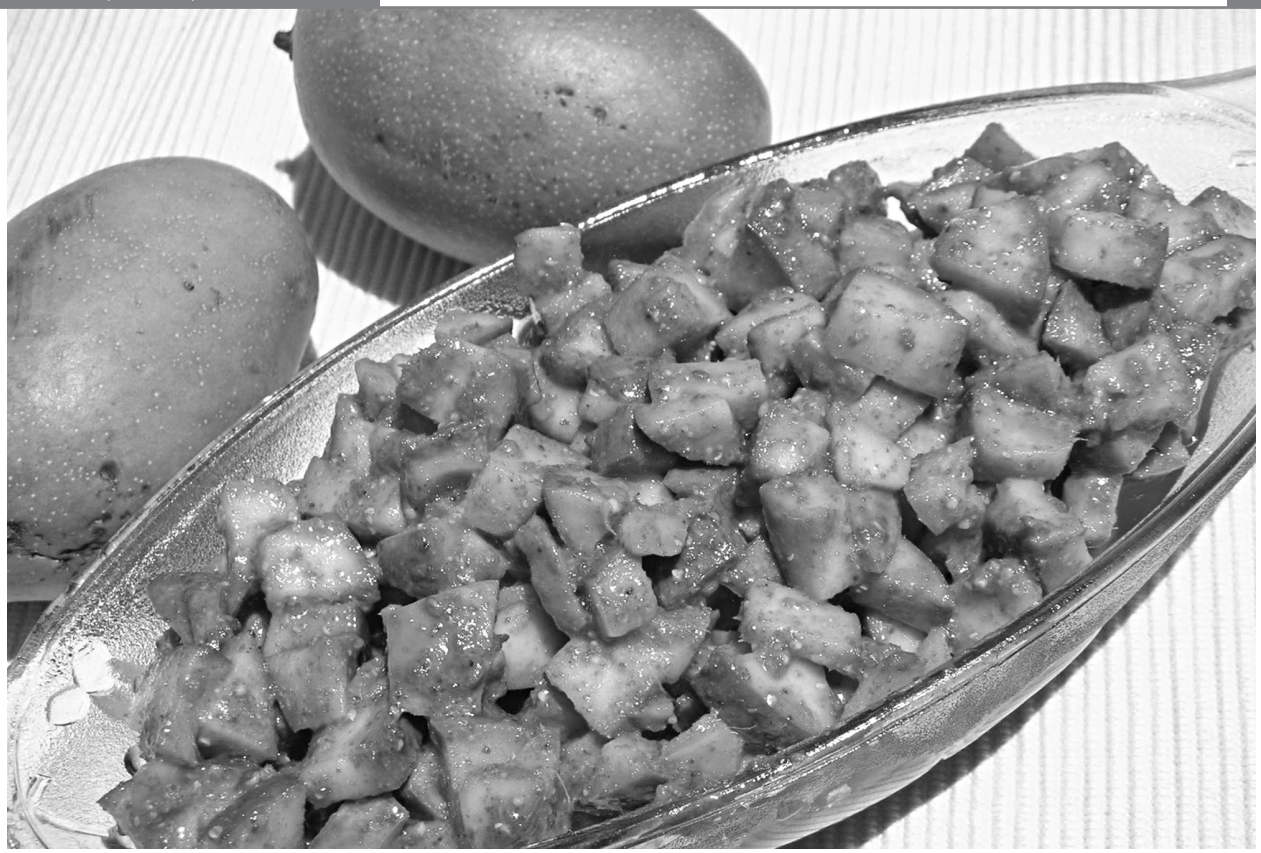

কাঁচা আমের আচার

উপকরণ ঃ

কাঁচা আম ১ কিলোগ্রাম। চিনি ৭০০ গ্রাম। লবণ ও হলুদ পরিমাণ মতো। মৌরী ৫০ গ্রাম। লংকা গুঁড়ো ২ চা-চামচ। কালো জিরা ১ চা-চামচ। দারচিনি সামান্য। তেজপাতা ৬টি। সরিষার তেল ১০০ গ্রাম।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ

আমগুলো ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়ে ধুয়ে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে একটা পাত্রে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

পরে কড়াই ওভেনে বসিয়ে গরম করুন। তাতে তেল দিন। কালো জিরা ফোড়ন দিন। আমের টুকরোগুলো ঢেলে দিন। আঁচ কমিয়ে আমগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকুন।

একটু ভাজা ভাজা হলে চিনি দিন। চিনি থেকে যে জলটা বার হবে তাতেই আম সেদ্ধ হয়ে যাবে। চিনির শুকিয়ে আম সেদ্ধ হবে। নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়।

এরপর মৌরী, তেজপাতা, দারচিনি একসঙ্গে গুঁড়ো করে নিয়ে আলাদা কড়াইতে একটু তেল দিন। গরম হলে লংকা গুঁড়ো, মৌরী-তেজপাতা-দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে নাড়িয়ে ভেজে নিয়ে আমের সাথে মিশিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করুন।

তারপর এই আম একটু ঠান্ডা হতে দিন। তারপর কাঁচের বয়ামে রেখে রোজ রোজ অন্ন বা রুটির সাথে এই আচার শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করতে পারেন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

জপ করুন আনন্দিতে থাকুন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

নিউ বাল্টিমোর মন্দিরের আড়ম্বরপুর্ণ উদ্বোধনে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ

মেরীল্যান্ড ২৮শে এপ্রিল - ৩০শে এপ্রিল ঃ সমস্ত ধারণাকে ছাপিয়ে গিয়ে প্রায় ২৩০০ মানুষ, বাল্টিমোরের বৈদিক ভাবধারার ইসকনের নতুন মন্দির উদ্বোধনের তিনদিন ব্যাপী উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নতুন শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য আনন্দময় প্রশংসা করেন।

তাঁরা ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড এবং সমগ্র আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। স্থানীয় ভক্ত এবং জনসাধারণ ছাড়াও এদের মধ্যে অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের ভক্ত অনুগামীও ছিলেন যাঁরা পূর্ববর্তীকালে বাল্টিমোরে সেবা প্রদান করেছেন।

৪৩ বৎসর ধরে একই ছোট্ট ঘরে পুজাঅর্চনা করার পর ভক্তরা নতুন ৩.৫ মিলিয়ন ডলারের ১২,০০০ বর্গ ফুট তিনতলা বিশিষ্ট মন্দির দেখে অত্যন্ত, আনন্দিত হয়েছিল। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে শ্রীগৌরনিতাই এর বিগ্রহ এবং স্তম্ভগুলিতে শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ খোদাই করা হয়েছে।

নতুন মন্দিরটি বাল্টিমোরে ধর্মপ্রচারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল কারণ গত কয়েক বছর ধরে এখানে ভক্ত সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে — এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ইসকন প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

জয় অফ ডিভোসন্ চলচ্চিত্র, হরেকৃষ্ণ'স সেলিব্রেটিং ফিফটি ইয়ারস্ পত্রিকাটি সম্মানজনক রিলিজিয়ান কমিউনিকেশনস্ পুরস্কার লাভ করেছে

৩০শে মার্চ ২০১৭ ঃ শিকাগো, ইলিনয়ে রিলিজিয়ান কমিউনিকেসনস্ কাউন্সিলে বার্ষিক ডিরোজ — হিঙ্ক হাউস স্মৃতি পুরস্কার বিজ্ঞানী সভায় ইসকন কমিউনিকেশনস্ ধর্মীয় প্রচারের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার জন্য কয়েকটি পুরস্কার জয় করেছে। যার মধ্যে 'দ্যা জয় অব ডিভোসন্' চলচ্চিত্রটি বেষ্ট অব ক্লাস পুরস্কার পেয়েছে। অনুত্তমা দাস, আর. সি. সি. প্রেজেন্টার শ্যন নিকোল্সস্ এর কাছ থেকে দি জয় অব ডিভোসন্ চলচ্চিত্রের জন্য বেস্ট অব ক্লাস পুরস্কার পেয়েছেন। দি হরে কৃষ্ণ'স সেলিব্রেটিং ফিফটি ইয়ারস্ পত্রিকাটিও সর্বময় নকশা এবং একক সংখ্যা পত্রিকা হিসাবে উৎকর্ষতার জন্য পুরস্কৃত হয়েছে।

এক্সপ্রেশনস্ ২০১৭ অনুষ্ঠানে ১৫,০০০ যুবক তুরীয় আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল

৮ই এপ্রিল ২০১৭ ঃ ভারতের উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৫,০০০ যুবক ইসকন কানপুরের বিশাল অনুষ্ঠান 'এক্সপ্রেশনস্-২০১৭' তে যোগদান করার সুযোগ পেয়েছিল। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল্যবোধ বৃদ্ধি এবং মাদকাসক্ত থেকে নিবারণের উপর জোর দিয়ে ইসকন ভক্তদের একটি দলের প্রয়াস এক্সপ্রেশন-২০১৭, যার উদ্দেশ্য ছিল যুব সম্প্রদায়কে

সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের পুনঃসম্বন্ধ স্থাপন করানো, জীবনের প্রতি আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীভূত করা, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে কঠোর পরিশ্রম করা।

এটি যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করেছিল ভক্তির নিত্য আনন্দময় পদ্ধতির মাধ্যমে মাদকের প্রতি অনাসক্ত হতে এবং তাদের দেখিয়েছিল কিভাবে ভক্তিও আনন্দময় হতে পারে।

এই অনুষ্ঠানটির শুরুতে গোধূলিবেলায় ১৫,০০০ এর অধিক যুবক হরিপদ দাসের আনন্দময় কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য সহযোগে কীর্তন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুশিক্ষিত উদ্যোগী জে.এস.ডাব্লিউ গ্রুপ অফ কোম্পানীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দাল, বিখ্যাত অভিনেতা রণিত রায়, আই পি. এল সভাপতি শ্রী রাজীব শুক্লা, হোয়াটস্-অ্যাপ মঙ্ক গৌরগোপাল দাস, ইসকন গুরু শ্রীমৎ গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ, ইসকন কানপুর ক্ষেত্রীয় সচিব দেবকীনন্দন দাস, ক্যালিফোর্নিয়ার তিতিক্ষা কারুণিকা দাসের নেতৃত্বে চিত্তাকর্ষক 'নাম রক ব্যান্ড'।

ইসকন শ্রীবৈষ্ণবদের সঙ্গে রামানুজাচার্যের সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে

২৬শে মার্চ মাদুরাইয়ে রামানুজাচার্যের থিরুমনজনম (অভিষেক) ইসকন দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। ইসকন ভক্তরা শ্রীবৈষ্ণবগণের সঙ্গে ১লা মে শ্রীরামানুজাচার্যের সহস্রতম জন্মদিবস (সহস্রাব্দি) উদযাপন করেছেন।

২৬শে মার্চ মাদুরাইয়ের বৃহত্তম স্টেডিয়াম, গান্ধী মন্ডপমে ৫,০০০ এরও বেশী জনতা ইসকন ৫০ এবং শ্রী রামানুজাচার্যের সহস্রতম জন্মবার্ষিকীর যৌথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। মাদুরাই থিরুকোষ্ঠিয়ুর থেকে একঘন্টার রাস্তা, যেখানে মন্দির স্তম্ভে উঠে গুরুর আদেশের বিরুদ্ধে রামানুজ সবার কাছে গোপন মন্ত্র 'ওম্ নমো নারায়ণায়' প্রকাশ করেছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং শ্রীপাদ শ্রীবেঙ্গারামানুজজীয়ার স্বামী শ্রীরামানুজাচার্য্যের মহিমা সম্বন্ধে প্রবচন দিয়েছেন। শ্রীমৎ জীয়ার ইসকনকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুগামীদের যৌথভাবে জন্মসহস্রবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন।

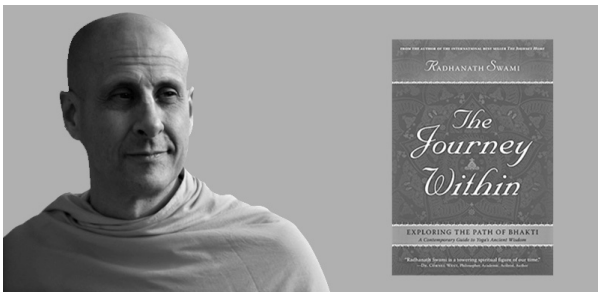

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী মহারাজ এবং বৃন্দা শেঠের বই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিশিং অ্যাওয়ার্ডস জয় করেছে

দুই ইসকন লেখক এই বৎসর তাদের নিজের বিভাগে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিশার্স বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন অ্যাওয়ার্ডস জয় করেছেন। এই পুরস্কারের জন্য ২০১৬ তে প্রায় ১,৪০০ টি প্রকাশিত বই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ১৫০ এরও বেশী গ্রন্থাগারিক, বইবিক্রেতা, সম্পাদকীয় এবং নকশা বিশেষজ্ঞ এই বইগুলির বিচার করেছিলেন।

শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামীর 'দ্য জার্নি উইদিন ঃ এক্সপ্লোরিং দ্য পাথ অব ভক্তি, এ কন্টেপোরারি গাইড টু যোগাস্ এনসিয়েন্ট উইজডম্' বডি, মাইন্ড এন্ড স্পিরিট বিভাগে স্বর্ণপদক জয় করেছে।

তাঁর আন্তর্জাতিক সর্বাধিক বিক্রীত বই 'দ্যা জার্নি হোম' এর পর মান্ডালা দ্বারা প্রকাশিত এই বহু প্রতীক্ষিত বইটি একটি আধ্যাত্মিক সাহায্যকারী বই যা ব্যাখ্যা করে কিভাবে ভক্তিযোগের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় নীতিগুলিকে আমরা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। এটিতে জীবনের বহু বড় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন প্রেম কি? আত্মা কি? এবং ভগবান কে?

ইতিমধ্যে বৃন্দা শেঠের প্রথম বই রামায়ণের উপর ভিত্তি করে লেখা সীতার ফায়ার ট্রিলজি 'শ্যাডোজ্ অব্ দ্য সান্ ডাইনেষ্টি' টিন ফিকশন্ বিভাগে রৌপ্য পদক জয় করেছে। এই বইটিও মান্ডালা প্রকাশ করেছে।